● দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর
● মুম্বাইয়ের গণপতি
● ভাতারের হুম রাণা
চারের পাতায়

৫২ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা, ১২ আশ্বিন - ১৮ আশ্বিন, ১৪২৫ ঃ ২৯ সেপ্টেম্বর - ৫ অক্টোবর, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 49, 29 September - 5 October 2018 ৮ পাতা, মূল্য ৫ টাকা

রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট, বারাসাত, কলকাতা-১২৪
মোবাইল - [illegible]
ফোন : [illegible]

ডোঙ্গাড়িয়া, চৌরাস্তা মোড়, ব্যবসার উপযুক্ত জায়গা
(মিষ্টি দোকান ও ইলেক্ট্রিক অফিসের বিপরীতে, বিমুখী গেট সহ)
মোবাইল ঃ 9874011983 / 9051414973

আপনি ও হয়ে যান দোকান ঘরের মালিক

আলিফ মার্কেট নিয়ে এক সুবর্ণ সুযোগ, এখানে ছোট বড় বিভিন্ন সাইজের কমপ্লিট ২০০টি দোকান ঘর বা অফিস ঘর খুবই স্বল্প মূল্যে ভাড়া দেওয়া হয় ও বিক্রয় আছে। সব থেকে কম মাত্র ৫০০/- টাকা মাসিক ভাড়া হিসাবে পাবেন। এছাড়া ও এই মার্কেটে আপনি পাবেন ন্যূনতম 400sft-800sft -এর 2BHK, 1BHK, (২ বেড-রুম, কিচেন, ডাইনিং, বারান্দা,-বাথরুম) সহ ফ্ল্যাট ঘর খুবই স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

আলিফ মার্কেটের পরিষেবা ঃ

* মার্কেটে ২৪ ঘণ্টা সিকিউরিটি গার্ড আছে
* মার্কেটে ২৪ঘণ্টা আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল আছে
* পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক বাথরুম ও স্নানাগার আছে
* মার্কেটি পুরোটাই C.C.T.V ক্যামেরা দ্বারা সুরক্ষিত আছে
* মার্কেটে ভিতরে ও বাইরে লাইটের ব্যবস্থা আছে
* ইলেক্ট্রিক মিটার বসানোর ব্যবস্থা আছে
* মার্কেটের জমিটি মিউটেশন ও কনভারশান করা আছে।

আজই যোগাযোগ করুন

আপনার স্বপ্নকে সত্যি করতে চান ?

এই সর্ব প্রথম আপনাদের স্বপ্নকে সফল করার জন্য বজবজ ২নং ব্লক এর ডোঙ্গাড়িয়া চৌরাস্তার মোড়, পি. এইচ. ই (P. H. E) জল প্রকল্প ও পেট্রোল পাম্পের পাশে গ্লোবালাইফ রিয়েল এস্টেট কোম্পানি আপনাদের পরিষেবায় নিয়ে এসেছে ছোট বড় বিভিন্ন সাইজের প্লট (৩কাঠা, ২.৫কাঠা, ২কাঠা) -র উঁচু জমি কোনরূপ সুদের ঝামেলা ছাড়া সহজ কিস্তির মাধ্যমে বিক্রয় আছে।

উপরোক্ত প্রজেক্টের পরিষেবাগুলি হল :

- ১৬ ফুট ও ১৪ ফুট রাস্তা সহ প্লটিং এরিয়া
- মাত্র ৩০% টাকা বুকিং-এ জমি ক্রয় করিতে পারিবেন।
- পানীয় জলের সু-ব্যবস্থা আছে।
- ড্রেনেজ পরিষেবা আছে।
- স্ট্রীট লাইটের ব্যবস্থা আছে।
- ২৪ ঘন্টা সিকিউরিটি পরিষেবা আছে।
- ইলেকট্রিক্যাল লাইনের সু-বন্দোবস্ত রয়েছে।
- এছাড়া ও আছে অন্যান্য পরিষেবা গুলি।

30%
DHAMAKA OFFER

ছোট বড় শিল্প করার জন্য জমি খুঁজছেন ?

* বজবজ ফলতা এক্সপ্রেস ওয়ে (বিড়লাপুর হইতে সহরারহাট) মেন বাস রাস্তার উপরে ছোট-বড় কলকারখানা করার জন্য উপযুক্ত জমি খুবই স্বল্পমূল্যে বিক্রয় আছে।
* এছাড়া ও ১৫০ ফুট ফ্রন্টেজ নিয়ে বাউন্ডারী ও কালভার্ট পোল সহ উঁচু জমি খুব স্বল্প মূল্যে বিক্রয় আছে।
* খুব অল্প সময়ের জমির মিউটেশান ও কনভারশন করার সুবিধা আছে।

বৃদ্ধাশ্রম ও C.B.S.E School করার উপযুক্ত বিল্ডিং সহ জায়গা বিক্রয় আছে !

১৩০ ফুট ফ্রন্টেজ নিয়ে অবস্থিত (G+1) 14,000sft বিল্ডিং বিক্রয় আছে।

উক্ত বিল্ডিং-এ যে সকল সুবিধা আপনি পাবেন ঃ

* গার্ডেন ও গাড়ি পার্কিং এর সুবিধা আছে
* বিল্ডিংটি চারিদিকে বাউন্ডারি দিয়ে ঘেরা আছে
* নিজস্ব ইলেক্ট্রিক ট্রান্সফরমার আছে
* পানীয় জল রিজার্ভার ও জেনারেটার-এর ব্যবস্থা আছে
* বিল্ডিং এর সামনে মেন রাস্তার উপরে ১৮টি সাটার সহ দোকান ঘর আছে
* বিল্ডিং এর নিচে তলে ২৫ টি বাথরুম সহ রুম আছে
* বিল্ডিং এর প্রথম তলে ৫০০০ স্কুট হল রুম আছে।

ঃ বিশদ জানতে আজই যোগাযোগ করুন ঃ

9874011983 / 9051414973
Web : www.globalife.in
Email : sahidkhan 010191@gmail.com

Alipur Barta: 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 49, 29 September - 5 October, 2018

রাজ্য পোস্টাল সার্কেলে ২৪২ মাল্টি টাস্কিং স্টাফ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাল্টি টাস্কিং স্টাফ পদে ২৪২ জনকে নিয়োগ করবে কেন্দ্রের ডাক বিভাগ। নিয়োগ করা হবে পশ্চিমবঙ্গ পোস্টাল সার্কেলের অন্তর্গত বিভিন্ন ডিভিশন ও ইউনিটে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : Rectt/R-46/DR/2014.

মোট শূন্যপদ : ২৪২টি। ক্যাটেগরি অনুসারে শূন্যপদ : সাধারণ ১৪০, তফসিলি জাতি ৪১, তফসিলি উপজাতি ১৪, ওবিসি ৪৭)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী, ৩টি করে শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং অস্থিসংক্রান্ত (একটি হাত ক্ষতিগ্রস্ত বা পেশির দুর্বলতা আছে) প্রতিবন্ধী, ১টি করে শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী–ফোর, দৈহিক প্রতিবন্ধী–ফাইভ ক্যাটেগরি এবং ২৪টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

ডিভিশন বা ইউনিট অনুসারে শূন্যপদ : পোস্টাল স্টোর্স ডিপো কলকাতা : ২৭টি এম এম এস কলকাতা : ১৬টি, দক্ষিণ কলকাতা : ২৯টি, উত্তর কলকাতা : ১৪টি, কলকাতা জি পি ও : ৭টি, মধ্য কলকাতা : ১টি, পূর্ব কলকাতা : ২টি, বড়বাজার হেড অফিস : ১২টি, নর্থ প্রেসিডেন্সি : ৭টিঠ, সাউথ প্রেসিডেন্সি : ১টি, নদিয়া উত্তর : ১টি, মুর্শিদাবাদ : ২টি, বীরভূম : ৬টি, আলিপুর হেড অফিস : ১টি, আসানসোল : ৩টি, বাঁকুড়া : ১টি, হাওড়া : ৪টি, মেদিনীপুর : ১১টি, বর্ধমান : ১টি, উত্তর হুগলি : ৩টি, পুরুলিয়া : ১টি, তমলুক : ৪টি, জলপাইগুড়ি : ১টি, দার্জিলিং : ১টি, কোচবিহার : ১টি, রেলওয়ে মেল সার্ভিস শিলিগুড়ি : ৩টি, পোস্টাল স্টোর্স ডিপো শিলিগুড়ি : ৪টি, কলকাতা রেলওয়ে মেল সার্ভিস : ৬টি, কলকাতা এ পি সর্টিং : ১৯টি, রেলওয়ে মেল সার্ভিস ওয়েস্ট বেঙ্গল : ১৭টি, রেলওয়ে মেল সার্ভিস এইচ : ৯টি, রেলওয়ে মেল সার্ভিস এস বি : ১১টি, ফরেন পোস্ট : ১৩টি, আন্দামান ও নিকোবর আইল্যান্ড : ২টি, সার্কেল স্ট্যাম্প ডিপো : ১টি।

প্রার্থী যে কোনও একটি ডিভিশন বা ইউনিটের শূন্যপদের জন্যই আবেদন করতে পারবেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক পাশ, সঙ্গে স্থানীয় ভাষা জানতে হবে। স্থানীয় ভাষাটি অবশ্যই দশম পর্যন্ত পড়ে থাকতে হবে।

বয়স : ৪–১০–২০১৮ তারিখে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৪, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ১৮,০০০–২৯,৭০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি ১০০ নম্বরের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে : জেনারেল নলেজ, ম্যাথমেটিক্স, ইংলিশ এবং সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ভাষা। মোট সময়সীমা ২ ঘন্টা। পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হল (ব্র্যাকেটে সিটি কোড) : কলকাতা (০০১), শিলিগুড়ি (০০২), বর্ধমান (০০৭), বহরমপুর (০০৮)।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : http://cpmgwbrecruit.in/rec-mtssep18 প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ অক্টোবর। প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশনের সময় পাওয়া ইউনিক রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং পাসওয়ার্ড লিখে রাখবেন। এগুলি পরে কাজে লাগবে। অনলাইন দরখাস্তের সময় প্রার্থীর জে পি জি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের ফটো (২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং সই (২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন।

অ্যাপ্লিকেশন ফি বাবদ দিতে হবে ১২০ টাকা এবং পরীক্ষার ফি বাবদ দিতে হবে ৪০০ টাকা। মহিলা, তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের পরীক্ষার ফি লাগবে না। ফি জমা দেওয়া যাবে ই–পেমেন্ট সুবিধাযুক্ত যে কোনও পোস্ট অফিসে, চালানের মাধ্যমে। পোস্ট অফিসের তালিকা পাবেন উপরোক্ত লিঙ্কে। চালানের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৮ অক্টোবর। তবে, চালান ডাউনলোড করে নিতে হবে ৪ অক্টোবরের মধ্যে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.westbengalpost.gov.in প্রয়োজনে ই–মেল করতে পারেন এই ঠিকানায় : mtsex-am2018@gmail.com

রেলে অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট টেকনিশিয়ানের শূন্যপদ বেড়ে ৬৪৩৭১

নিজস্ব প্রতিনিধি : রেলের অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট ও টেকনিশিয়ানের শূন্যপদ আবারও বাড়ল। রেলের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সম্মিলিতভাবে নতুন করে বর্ধিত শূন্যপদের সংখ্যা ৪,৩৭১টি। অর্থাৎ এই মুহূর্তে অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট এবং অ্যাসিস্ট্যান্টের মোট শূন্যপদ বেড়ে দাঁড়াল ৬৪,৩৭১টি। এর মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলটের শূন্যপদ ২৭,৭৯৫টি এবং টেকনিশিয়ানের শূন্যপদ ৩৭,৫৭৬টি। উল্লেখ্য, সেন্ট্রালাইজড এমপ্লয়মেন্ট নোটিস নম্বর ০১/২০১৮ অনুসারে অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট এবং বিভিন্ন ক্যাটেগরি মিলিয়ে টেকনিশিয়ানের মোট শূন্যপদ ছিল ২৬,৫০২টি। পরে মোট শূন্যপদ দ্বিগুণের বেশি বেড়ে হয় ৬০,০০০। দ্বিতীয় দফায় নতুন করে ৪,৩৭১টি শূন্যপদ যুক্ত হওয়ায় অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট এবং টেকনিশিয়ানের মোট শূন্যপদ বেড়ে হল ৬৪,৩৭১টি। আর আর বি অনুসারে অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট ও টেকনিশিয়ানের সংশোধিত শূন্যপদের বিন্যাস দেখতে পারেন রেলের ২১ সেপ্টেম্বরের বিজ্ঞপ্তির অ্যানেক্সারে। যে কোনও আর আর বি–র ওয়েবসাইটেই এই অ্যানেক্সচার দেখা যাবে।

গঙ্গাসাগর বকখালি ডেভেলপমেন্ট অথরিটিতে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল), অ্যাসিস্ট্যান্ট প্ল্যানার, সাব–অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল এবং ইলেক্ট্রিক্যাল), সার্ভেয়র এবং লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ৭ জন কর্মী নিয়োগ করবে গঙ্গাসাগর বকখালি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। প্রার্থী বাছাস করবে মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর 20 of 2018.

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.mscwb.org আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর। বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

শব্দবার্তা ৯৮

১			২	■	৩		৪
	■	■		■		■	
■	৫					■	
■		■		■	৬	৭	
৮		৯	■	১০	■		■
	■	১১					■
	■		■		■	■	১২
১৩			■	১৪			

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। ধনবান ৩। পরাক্রম, প্রতাপ ৫। রমরমা, অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি ৬। ব্যঙ্গচিত্র, কার্টুন ৮। ব্যাংকের সিন্দুক ১১। সিন্ধু নদের উপত্যকার প্রাচীন সভ্যতা ১৩। প্রবঞ্চনা ১৪। অল্পাধিক।

উপর–নীচ

১। শেষ যুগ ২। তুলনাহীন, অপূর্ব ৩। নানাভাবে বিবেচনা করা ৪। মধ্যরাত্রি ৫। সিকতা, বালি ৭। কবির সৃষ্টি ৮। সীতার যমজপুত্র ৯। হাস্যকৌতুক, মজা ১০। প্রসঙ্গ বা আলোচনার মধ্যে উপস্থিত ১২। শ্লেষ্মা।

সমাধান : শব্দবার্তা ৯৭

পাশাপাশি : ১। মতপ্রকাশ ৩। বক ৫। শান্তিনিকেতন ৭। গরল ৮। সিঞ্চন ১০। তুতেনখামেন ১২। নাভি ১৩। জনকল্যাণ।

উপর–নীচ : ১। মনোযোগ ২। শকুনি ৪। কলন ৫। শালবন ৬। কেরোসিন ৯। নবারুণ ১০। তুলনা ১১। খারিজ।

কলকাতায় কেন্দ্রীয় সংস্থায় চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতায় কিছু জুনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট, রিসেপশনিস্ট–কাম–টেলিফোন অপারেটর, স্টেনোগ্রাফার, ড্রাইভার ও পিওন নিয়োগ করবে এমএসটিসি লিমিটেড। এটি ভারত সরকারের একটি সংস্থা।

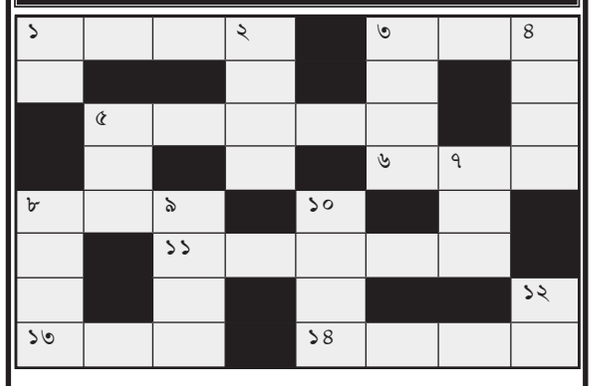

জুনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট : শূন্যপদ ১১টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ২, ওবিসি ৩)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ দৃষ্টি বা শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত হবে। **শিক্ষাগত যোগ্যতা :** যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট। কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের অন্তত ৬ মাসের কোর্স করে থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট সফটওয়্যার সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। নামী সংস্থায় কম্পিউটার–সংক্রান্ত কাজের জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার। প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও স্কিল টেস্টের মাধ্যমে। **বেতনক্রম :** ১৭,৫০০–৩০,০৭০ টাকা। রিসেপশনিস্ট–কাম–টেলিফোন অপারেটর : শূন্যপদ ১টি (সাধারণ)। **শিক্ষাগত যোগ্যতা :** যে–কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট। যোগাযোগের কাজে দক্ষতা থাকতে হবে। টেলিফোন অপারেটরের সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা কোর্স করে থাকতে হবে। কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। লিখিত পরীক্ষা ও স্কিল টেস্টের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই হবে। **বেতনক্রম :** ১৭,৫০০–৩০,০৭০ টাকা। **স্টেনোগ্রাফার :** শূন্যপদ ১টি (সাধারণ)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : অন্যতম বিষয় হিসেবে ইংরেজি বা হিন্দি নিয়ে গ্র্যাজুয়েট। ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট সেক্রেটারিয়াল কোর্স করে থাকতে হবে। মিনিটে ৮০টি শব্দ শর্টহ্যান্ডে লেখার ও ৪০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। স্টেনোগ্রাফারের কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, স্টেনোগ্রাফি টেস্ট ও কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন টেস্টের মাধ্যমে। **বেতনক্রম :** ১৭,০০০–৩০,০৭০ টাকা। ড্রাইভার : শূন্যপদ ১টি (সাধারণ)। **শিক্ষাগত যোগ্যতা :** অন্তত মাধ্যমিক। লাইট ভেহিক্যাল ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং অন্তত ২ বছরের গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। প্রার্থী বাছাই হবে ড্রাইভিং টেস্টের মাধ্যমে। **বেতনক্রম :** ১৭,১০০–২৫,৫৪০ টাকা। **পিওন :** শূন্যপদ ১টি (ওবিসি)। **শিক্ষাগত যোগ্যতা :** অন্তত মাধ্যমিক। লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই হবে। **বেতনক্রম :** ১৫,৮৩০–২২,১৫০ টাকা। বয়স : সব ক্ষেত্রেই ২১–১০–২০১৮ তারিখে ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তণ সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। সব পদের ক্ষেত্রেই লিখিত পরীক্ষা ও স্কিল টেস্টের তারিখ ১১ নভেম্বর। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.mstcindia.co.in ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। ফি বাবদ দিতে হবে ২৫০ টাকা (সঙ্গে প্রযোজ্য হারে ব্যাঙ্ক চার্জ যুক্ত হবে)। তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ফি লাগবে না। আগাম এই নিয়োগের খবর জানানো হল। ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে খুঁটিনাটি তথ্য পাবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৯ সেপ্টেম্বর – ৫ অক্টোবর, ২০১৮

মেষ : প্রেম প্রীতির বিষয়ে সময়টি অত্যন্ত শুভ। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। সাবধানে চলাফেরা করবেন। কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। শরীরের প্রতি যত্ন নেবেন।

বৃষ : বুদ্ধির ভুলে ক্ষতির যোগ রয়েছে। ক্রয়–বিক্রয় ব্যবসায় খুব বেশি লাভবান হতে পারবেন না। দূর ভ্রমণ যোগ রয়েছে। আধ্যাত্মিক চেতনা বৃদ্ধি পাবে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বন্ধুদের থেকে প্রতারিত হওয়ার সম্ভবনা বেশি।

মিথুন : ক্রোধকে সামলিয়ে চলার চেষ্টা করুন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে, উচ্চ শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে সময়টি শুভদায়ক। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। শরীর ভাল যাবে না। সন্তানের স্বাস্থ্য বিষয়ে শুভ যোগ রয়েছে।প

কর্কট : শিক্ষায় মনের মত ফল পাওয়া যাবে না। শিল্পী ও সাহিত্যিকদের পক্ষে সময়টি শুভদায়ক, আর্থিক বিষয়ে নিশ্চিত বাধা আসবে। দায়িত্বমূলক কাজে মনোনিবেশ করতে পারবেন না। বিবাহ যোগ্য যোগ্যাদের বিবাহের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় লাভ হবে।

সিংহ : মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাবেন। বন্ধুদের থেকে সতর্ক থাকবেন। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করুন, নতুবা আপনার বদনাম হয়ে যাবে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। প্রতারক থেকে সাবধান থাকতে হবে। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে।

কন্যা : বিবিধ প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে হবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন।

তুলা : উচ্চমার্গের ব্যক্তির সহায়তা পাবেন। যে কোনও কলা শিল্পে সাফল্য পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। দায়িত্বমূলক কাজগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে পারবেন। শরীর মাঝে মাঝে খারাপ হবে। সাবধান থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

বৃশ্চিক : অর্শ, আমাশয় কষ্ট পাবেন। কর্মক্ষেত্রে সতর্কের সঙ্গে চলতে হবে। শত্রুরা ক্ষতি করার জন্য তৎপর হয়ে আছে। আধ্যাত্মিকতায় সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। পিতার মাতার পক্ষে সময়টি শুভ।

ধনু : খাওয়া দাওয়া অতি সতর্কে করতে হবে। হজমশক্তির গোলমাল, ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট, নাড়ী ঘটিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে নূতন কিছু না করাই ভালো। লেখাপড়ায়, সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন।

মকর : ব্যবসা–বাণিজ্যে বাধার মধ্যেও সফলতা পাবেন। নূতন নূতন যোগাযোগ আসবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। অন্যের দায়িত্ব উপযাচক হয়ে নিতে যাবেন না, প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে শত্রুতার যোগ রয়েছে। কাজের জায়গায় যশ ও সুনাম বজায় থাকবে।

কুম্ভ : আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা আসবে। চঞ্চলতার জন্য শিক্ষায় ক্ষতি। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলা সম্ভব হবে না। প্রবল শত্রুতার যোগ রয়েছে। খুব চিন্তা করে কাজে নামতে হবে।

মীন : শিল্প কলায় পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যাবে। সুনাম, যশ বৃদ্ধি পাবে। আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটবে, ভ্রমণ যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। সন্তান বিষয়ে শুভ হবে। ক্রোধ সংযম রাখতে হবে। স্ত্রীর চাকরির যোগ রয়েছে।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে

৯৮৭৪০১৭৭১৬

ADVERTISEMENT

Applications are invited from the intending Self Help Groups/Registered Co-Operative Societies/Semi Government bodies/individuals group of for filling up the resultant vacancy of M. R. Distributorship at **Vill- Laxmikantapur, P.O.- Bijoygunje, Block & P.S.- mandirbazar, G.P.- Ghateswar or adjoining G.P.'s within mandirbazar Block, Dist.- South 24 Parganas.**

For further details please contact the office of the DCF&S 24 Pgs.(S),/The Departmental e-site : **www.wbpds.gov.in,**/District Portal : **s24pgs.gov.in.**

Last date for submission of application is within 19.10.2018 upto 04 p.m.

Sd/-
District Controller, (F&S),
South 24Pgs

১৭২৮/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/২৫.০৯.১৪

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री कार्यालय
Prime Minister's Office

नई दिल्ली- 110011
New Delhi- 110011

Sub:Petition of SHRI PROSENJIT BOSE
KRISHI BIKASH SHILPA KENDRA
1/6 BAISHNABGHATA PATULI TOWNSHIP MIG-II
BLOCK-N PLOT NO-24 PANCHAYSAYAR
KOLKATA
WEST BENGAL-700094

A letter/gist of oral representation dated 08/12/2017 received in this office from SHRI PROSENJIT BOSE is forwarded herewith for action as appropriate. Reply may be sent to the Petitioner and a copy of the same may be uploaded on the portal.

K. Shailendra
[KUMAR SHAILENDRA]
SECTION OFFICER

SECRETARY,DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL

PMO ID No.:PMOPG/D/2017/0582454 Dated: 14/12/2017

Copy for information to :
SHRI PROSENJIT BOSE
KRISHI BIKASH SHILPA KENDRA
1/6 BAISHNABGHATA PATULI TOWNSHIP MIG-II
BLOCK-N PLOT NO-24 PANCHAYSAYAR
KOLKATA
WEST BENGAL-700094

Note:- Status of the grievance can be tracked through internet at https://pgportal.gov.in/ViewStatus.aspx by entering registration no. PMOPG/D/2017/0582454

KRISHI BIKASH SHILPA KENDRA

কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্র

1/6, Baishnabghata Patuli Township, MIG-II, Block-N, Plot-24, P.O.-Panchasayar, P.S.-Patuli, Kolkata-700094

No.-016/HF/PMJAY/KBSK-BPPI/06/WB/CAT2/0000901 2018-19 PMBJK Date:28.09.2018

NOTICE

[Refer recruitment Notice No. 016/HF/PMJAY / KBSK - for the post of "Pharmacist" under PMJAY - KBSK]

Varification of original testimonial of the candidate for the post of "Pharmacist" under PMJAK - KBSK will be held on 04.10.2018 at the premises of West Bengal State Office, 1 / 6, Baishnabghata Patuli Township, MIG-II, Block-N, Plot-24, P.O.-Panchasayar, P.S.-Patuli, Kolkata-700094

S/d-
Chief Secretary, West Bengal
Krishi Bikash Shilpa Kendra

● দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর
● মুম্বাইয়ের গণপতি
● ভাতারের হুম রাণা
চারের পাতায়

৫২ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা
জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা, ১২ আশ্বিন – ১৮ আশ্বিন, ১৪২৫ ঃ ২৯ সেপ্টেম্বর – ৫ অক্টোবর, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 49, 29 September - 5 October, 2018 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

৩ ছক্কা সুপ্রিম কোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত দুদিনে শীর্ষ আদালতের তিন ঐতিহাসিক রায়ে ভারতের প্রশাসনিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে গভীর অভিঘাত পড়তে চলেছে। দীর্ঘ বিতর্কের অবসানও হতে চলেছে এই তিন রায়ে। কোনও ক্ষেত্রেই বেঞ্চের সব বিচারপতি একমত না হতে পারলেও সংখ্যাগরিষ্ঠতার মতই গৃহীত হয়েছে তিন সমস্যার সমাধানে।

প্রথম ছক্কা : আধার। আধার ক্রমশই অপরিহার্য্য হয়ে উঠছিল প্রশাসনিক স্তরে। সীমান্ত বেষ্টিত ভারতে নাগরিকত্ব যখন প্রতিদিন প্রশ্নের মুখে পড়ে তখন আধারই হয়ে উঠেছে সরকারের নিরাপত্তার হাতিয়ার। আবার ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষার ধুয়ো তুলে এই আধারই বিরোধীদের না পসন্দ। সরকার তথা শাসক দল ও বিরোধীদের এই রাজনৈতিক টানাপোড়েনে ইতি টানল শীর্ষ আদালত। জিতে গেল সেই আধার–ই। বেসরকারি ক্ষেত্রে বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে আধার না লাগলেও প্যান কার্ড করতে, আয়করের হিসাব দাখিল করতে এবং সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে বাধ্যতামূলক করা হল আধারকে। এর ফলে ধনী–দরিদ্র সব শ্রেণিই চলে এল আধারের আওতায়। লাভ একটাই। আধার নিয়ে বিভ্রান্তির অবসান হল। রাজনৈতিক লড়াইতে আগামী দিনে এই রায় যে দীর্ঘ ছায়া ফেলবে তা বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয় ছক্কা : মসজিদ। ১৯৮৬ সালে অযোধ্যার রাম মন্দিরের তালা খুলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি যে ধর্মীয় বিতর্কের বীজ পুঁতে ছিলেন তাই বিষবৃক্ষ রূপে দেখা দিল ১৯৯২ সালে বিতর্কিত সৌধ বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মাধ্যমে। সেবারও কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নরসিংহ রাও। তিনি সামাল দিতে পারেন নি ভাবাবেগকে। বিতর্ক সেই থেকে চলছে। অযোধ্যার জমি কার? সেখানে রামমন্দির তৈরি হবে কিনা সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। দীর্ঘদিন ধরে মামলা লাট খাচ্ছে শীর্ষ আদালতে। যত সময় যাচ্ছে অযোধ্যা নিয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ বাড়াচ্ছে ভোট ও ধর্মের কারবারীরা। অবিলম্বে এই বিতর্কের অবসান চাই। এবার সেই লক্ষ্যেই পদক্ষেপ করতে চলেছে শীর্ষ আদালত। নামাজ ও মসজিদ মামলা তাই খারিজ হয়ে গেল প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে। ১৯৯৪ সালের রায় বহাল রেখে বিচারপতিরা জানিয়ে দিলেন মসজিদ যেহেতু নামাজের একমাত্র স্থান নয় তাই সেই জমি অধিগ্রহণ করতে পারে সরকার। ফলে বাধা রইল না মূল মামলার শুনানিতে। ২৯ অক্টোবর শুরু হচ্ছে শুনানি। আশা করা হচ্ছে গতি বাড়িয়ে এই বিতর্কের শেষ হবে এই বছরের মধ্যেই। শীর্ষ আদালতের রায়ে অবসান ঘটবে রামমন্দির–বাবরি মসজিদ ঐতিহাসিক বিতর্কের। রাজনৈতিক মহলের ধারণা রায় যাই হোক তা যে আগামী দিনে গভীর অভিঘাত আনতে চলেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আবার সেটা যদি আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে হয় তাহলে তো আর কথাই নেই। ফলে সুপ্রিম কোর্টের গতি বাড়াতে দেখে কেউ কেউ প্রমাদ গুণতে শুরু করেছেন। কেউ বলছেন বিশ্বাস ঠিক করে দিতে পারে না বিচারব্যবস্থা। আবার কেউ বলছেন, রায় বেরোক লোকসভা নির্বাচনের পর। আগামী মাসে শপথ গ্রহণ করবেন নয়া প্রধান বিচারপতি। মানুষের আশা তিনি শীঘ্রই এই বিতর্ক অবসানে উদ্যোগী হবেন।

তৃতীয় ছক্কা : পরকীয়া। কিছুদিন আগে নারী–পুরুষের সমানাধিকারের প্রশ্নে তিন তালাক অবৈধ বলে জানিয়েছিল শীর্ষ আদালত। এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে আইনও লাগু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এবার সেই সমানাধিকারের প্রশ্নে পরকীয়াকে ফৌজদারি অপরাধ বলে গণ্য করতে চাইল না প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতিরা জানিয়ে দিয়েছেন, স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি নয়। স্বামীও স্ত্রীর প্রভু নয়। পরকীয়াকে ফৌজদারি অপরাধ হিসাবে গণ্য করলে তা ব্যক্তিমর্যাদা ও নারীর সমানাধিকারের বিরোধী, তা সংবিধানসম্মত নয়। এই চিন্তা পশ্চাৎমুখী বলেও মন্তব্য করেছে আদালত। এই রায়ের দীর্ঘ অভিঘাত পড়তে চলেছে দেশের সামাজিক জীবনে। একাংশের বুদ্ধিজীবীদের দাবি, এতে সমাজ জীবনে ব্যভিচার বাড়তে এবং নারী–পুরুষের অবৈধ সম্পর্কে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের আদর্শ, মূল্যবোধ ও পারিবারিক জীবনের ভিত্তি ধ্বংস হবে। অন্যদের দাবি, পরকীয়া অসুখী দাম্পত্য জীবনের ফল। দুই মতের এই টানাপোড়েন চলতেই থাকবে সমাজ জীবনের প্রতিদিনের পথচলায়। অর্থাৎ শীর্ষ আদালতের এই রায়ে জন্ম হল নতুন বিতর্কের।

প্রথম ছক্কা
আধার
প্যান কার্ড করতে, আয়করের হিসাব দাখিল করতে এবং সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে বাধ্যতামূলক করা হল আধারকে।

দ্বিতীয় ছক্কা
মসজিদ
মসজিদ যেহেতু নামাজের একমাত্র স্থান নয় তাই সেই জমি অধিগ্রহণ করতে পারে সরকার। বহাল থাকল ১৯৯৪ সালের রায়ই।

তৃতীয় ছক্কা
পরকীয়া
স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি নয়। পরকীয়াকে ফৌজদারি অপরাধ হিসাবে গণ্য করলে নারীর সমানাধিকারের বিরোধী।

হ্যাটট্রিক সামিমার

কুনাল মালিক

গত ২৬ সেপ্টেম্বর ডায়মন্ড হারবার রবীন্দ্র ভবনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের নতুন বোর্ড গঠিত হল। সভাধিপতি হিসাবে এবারও নির্বাচিত হলেন বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লক থেকে নির্বাচিত সামিমা শেখ। সহকারী সভাধিপতি হিসাবে নির্বাচিত হলেন পূর্ণিমা হাজারী নস্কর। প্রসঙ্গত, সামিমা শেখ হ্যাটট্রিক করলেন সভাধিপতি হিসাবে। ২০০৮ সালে তিনি প্রথম সভাধিপতি হন। সেই সময় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে সারা রাজ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্বমেদিনীপুর জেলা পরিষদ তৃণমূলের দখলে এসেছিল। ২০১৩ সালেও নির্বাচনে জয়ী হয়ে সামিমা শেখ সভাধিপতি হন। মমতা ব্যানার্জীর আশীর্বাদধন্যা সামিমা শেখ এবারও ওই পদে আসীন হলেন। তৃতীয় বারের সভাধিপতি হবার পর সামিমা শেখ জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় অনেক উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। মানুষ সরকারি পরিষেবা পাচ্ছেন। আগামী দিনেও সেই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে।

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : রাজ্যে পড়ুয়ার অভাবে বেশ কিছু সরকার পোষিত

মাধ্যমিক স্কুলে তালা ঝুলেছিল আগেই। এবার প্রাথমিকে তালা ঝোলাতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার। একদিকে ঝাঁ চকচকে বেসরকারি স্কুলের রমরমা অন্যদিকে পরিকাঠামো ও শিক্ষকের অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে সরকারি স্কুলগুলি।

রবিবার : ইসলামপুরে দাড়িভিট স্কুল কাণ্ডে মৃত দুই ছাত্রের দেহ চিতায় না তুলে মাটিতে পুঁতে রাখা

হল। আশা সিবিআই তদন্ত হলে ফের ময়না তদন্ত হবে। গ্রামের মানুষ পাহারা দিচ্ছে কবর দুটিকে। পুলিশের সুরে সুর মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য জানিয়ে দিলেন পুলিশ গুলি করেনি।

সোমবার : বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জনজাতিদের আলচিকি ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন

এই ভাষায় শিক্ষক নিয়োগ হবে, পড়ানো হবে। কিন্তু কিছুই হয় নি। তাই ভাষা সহ বিভিন্ন দাবিতে রেল রোকো কর্মসূচিতে সাড়া ফেলে দিল জনজাতি সংগঠন। ঘন্টার পর ঘন্টা দুর্ভোগে ভুগলেন সাধারণ মানুষ।

মঙ্গলবার : সরকার আর কলকাতা পুরসভা যতই তথ্য লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করুক না

কেন ডেঙ্গু পিছু ছাড়ছে না শহর ও শহরতলির। এ সপ্তাহে আর দুজন বলি হল ডেঙ্গুর। মৃত্যু বাড়লেও যুদ্ধকালীন তৎপরতা নেই কারোরই।

বুধবার : আটকে থাকা ১১ আর মেয়াদ শেষ হতে চলা ৬।

মোট ১৭টি পুরসভা কবে ভোট তা জানতে রাজ্য সরকারকে চিঠি দিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। ফের ভোট! সর্বনাশ।

বৃহস্পতিবার : জয় হল আধারেরই। প্যান কার্ড, আয়কর রিটার্ন ও সরকারি প্রকল্পের সুবিধা

পেতে লাগবে আধার। জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত। এর আগে আধার তথ্য সুরক্ষা ব্যবস্থাতেও সন্তুষ্ট হয়েছে আদালত।

শুক্রবার : বিজ্ঞানচর্চায় অবদানের জন্য পুরস্কৃত দেশের

১৩ জন বাঙালির মধ্যে বেছে নেওয়া হল ৫ বাঙালিকে। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভূবিজ্ঞান, সমুদ্রবিজ্ঞান ও গ্রহবিজ্ঞানে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ৫ বাঙালি বিজ্ঞানী।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

রুগ্ন গ্রন্থাগার উন্নত হবে ঃ মন্ত্রী

সুদীপ কুমার দাস : দক্ষিণ ২৪ পরগনার সমস্ত গ্রন্থাগারের কর্মীদের নিয়ে গত ২৮ সেপ্টেম্বর এক কর্মশালার আয়োজন হয় আলিপুরের জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনশিক্ষা ও গ্রন্থাগারমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী ও জেলাসভাধিপতি সামিমা সেখ। কর্মশালার পরে আয়োজিত হল এক সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী জানান, জেলার পাঁচটি মহকুমায় ১৫৭টি গ্রন্থাগারে কর্মীর অভাব মেটাতে অবিলম্বে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে প্রায় ৬০০ স্বেচ্ছাসেবক, চুক্তি ভিত্তিক কর্মী ও ডিএলও নিযুক্ত হবে। কিছু কর্মী নেওয়া হবে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর মধ্য থেকে। এছাড়া মন্ত্রী জানান, বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কেরিয়ার গাইডেন্স এবং কমপিউটার শিক্ষার কাজে ব্যবহার করার চিন্তাভাবনা নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, ৯টি গ্রন্থাগারের উন্নয়নের জন্য ইতিমধ্যে১ কোটি ২১ লক্ষ ৪৫০ টাকা দেওয়া হয়েছে।

এর সঙ্গে মন্ত্রী জেলার গ্রন্থাগার সম্পর্কে বেশকিছু তথ্য সাংবাদিকদের জানান। তিনি বলেন, বর্তমানে ৩০টা গ্রন্থাগার বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। ১১৪টি গ্রন্থাগারে

পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। ২২টিতে নেই বিদ্যুৎ সরবরাহ। ৩৩টি গ্রন্থাগারে শৌচাগার নেই বলে জানান মন্ত্রী। এইসব রুগ্ন গ্রন্থাগারগুলিতে কিভাবে উন্নতমানের পরিষেবা দেওয়া যায় তার সমীক্ষা চলছে। মন্ত্রী আরও জানান, সারা রাজ্যকে তিনটি জোনে ভাগ করে একটি গ্রন্থাগার ক্যালেন্ডার প্রকাশ করা হবে যেখানে থাকবে জেলা বই মেলার আগাম দিনক্ষণ। জেলার ৪টি গ্রন্থাগারকে মডেল গ্রন্থাগার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী। এই চারটি গ্রন্থাগার হল জেলার গ্রন্থাগার, বড়িশা পাঠাগার টাউন লাইব্রেরী, পুরন্দর স্মৃতি মন্দির পাঠাগার ও শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার।

খোঁড়া বাদশার যাবজ্জীবন

মেহেবুব গাজী, মগরাহাট: বিষমদ–কাণ্ডে প্রাণ গিয়েছিল ১৭২ জনের। স্বজন হারানোর সেই বেদনা আজও বুকে নিয়ে বইছে উস্তি, সংগ্রামপুর, মগরাহাট, মন্দিরবাজার। বৃহস্পতিবার আলিপুর ষষ্ঠ জেলা ও দায়রা আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে মূল অভিযুক্ত খোঁড়া বাদশা। শুক্রবার সাজা ঘোষণার দিন ছিল। এদিন জেলা ও দায়রা আদালতে তোলা হলে যাবজ্জীবনের রায় দেওয়া হয়। আদালতের এই রায়ের খবরে কিছুটা হলেও স্বস্তি পেয়েছে মৃতদের পরিবার। তবে অনেক পরিবার এ তাঁরা খোঁড়া বাদশার ফাঁসি চাইছেন। উস্তির কচুয়া গ্রামের মোল্লা পরিবার।

এরপর পাঁচের পাতায়

অটো, টোটো, ট্রেকারের দৌরাত্ম্য চলছে জেলা জুড়ে, অসহায় প্রশাসন

কল্যাণ রায়চৌধুরী ● উত্তর ২৪ পরগনা

কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও শহরতলি জুড়ে পরিবহন ব্যবস্থার এক অসহনীয় অধ্যায় হয়ে উঠেছে অটো এবং টোটো দৌরাত্ম্য। অফিস যাত্রী, স্কুল–কলেজযাত্রী সহ নিত্য ও সাধারণ যাত্রীরা দৈনন্দিন নিত্য যন্ত্রণা ও দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার প্রায় প্রতিটি শহর এলাকায় রাত ন'টা বা দশটা বাজতে না বাজতেই অধিকাংশ অটো স্ট্যান্ডে অটো অমিল হয়ে যায়। আর তার উপর এক পশলা বৃষ্টি হলেই সোনায় সোহাগা। গাড়ি নেই। তবে বেশি টাকা কিংবা রিজার্ভ করলেই অটোর অভাব নেই। আর টোটোতো আরও এক ধাপ এগিয়ে ব্যাটারি চালিত হওয়ার কারণে অধিকাংশ সময়েই সন্ধ্যার পর থেকে এদের চার্জ থাকে না। যেগুলি স্ট্যান্ডে থাকে সেগুলি প্রায়শই নিজেদের ইচ্ছে মতো দূরত্ব নির্ধারণ করে। এমনটাই অভিযোগ সংশ্লিষ্ট যাত্রীমহলের। তাদের আরও অভিযোগ, অটোর দৌরাত্ম্য তো দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে। পরিবর্তনের সরকার আসার পরে ভাবা গিয়েছিল অবস্থার পরিবর্তন হবে। কিন্তু তা যে দূরাশা, তা কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা যায়। সব কটি অটো ইউনিয়নই বিগত শাসকদলের জার্সি বদলে পরিবর্তিত তথা বর্তমান শাসকদলের জার্সি পরে নেয়। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হয় না। এমন কি শাসকদলের পরিবহন মন্ত্রীর বদল হয়েও পরিস্থিতির কোনও সুরাহা হল না। বরং দৌরাত্ম্য দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। এদিকে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা শহর বারাসত সহ জেলার অন্যান্য শহর হাবড়া, বারাকপুর, নৈহাটি প্রতিটি জায়গাতেই নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে টোটো যন্ত্রণা। ব্যাটারি চালিত এই নতুন যানবাহনের দাপটে জেলা জুড়ে ব্যাপকহারে বেড়েছে যানজট সমস্যা। এমন অভিযোগ উঠেছে জেলা ট্রাফিকের পক্ষ থেকে। অভিযোগে বলা হয়েছে, টোটো–ভ্যানোদের মেন রোডে চলাচলের উপর প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলেও কার্যত তা কেউই মানে না।

এরপর পাঁচের পাতায়

বাংলার দলিত মন ছুঁতে মরিয়া বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঘোর মা–মাটি–মানুষের তৃণমূলী আমলেও জঙ্গলমহল সহ অদিবাসী এলাকায় ইতিমধ্যেই ছাপ ফেলেছে বিজেপি। দলের সর্ব ভারতীয় সভাপতি থেকে কেন্দ্রীয় নেতারা জানিয়ে দিয়েছেন এবার তাদের টার্গেট বাংলা। পূর্বভারতের অধিকাংশ রাজ্যে ক্ষমতা কায়েম করে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে গেরুয়া ঝাণ্ডা ওড়াতে বদ্ধপরিকর নরেন্দ্র মোদীরা। কেন্দ্রীয় নেতা থেকে মন্ত্রীরা বারবার আসছেন এ রাজ্যে।

গত বৃহস্পতিবারও কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী রামদাস আঠাওয়ালে সার্কিট হাউসের হলে এক সাংবাদিক বৈঠকে বুঝিয়ে দিলেন, রাজ্যের দলিতদের মন পেতে তারা কতটা মরিয়া। এদিনই ঠাকুরনগরের মতুয়াদের ঠাকুরবাড়ির অন্দরে ভাব বুঝতে এবং এক অনুষ্ঠানেও যোগ দেন মন্ত্রী। রাজ্যে মতুয়া সম্প্রদায়কে নাগরিকত্ব প্রদানের দাবি রাখলেন রাজ্য সরকারের কাছে। জানিয়ে দিলেন মতুয়াদের পাশে আছে বিজেপি। রাজ্যে ক্ষমতায় এলে মতুয়াদের দাবি তারা মেটাবেন। তৃণমূল থেকে সিপিএম সকলেই মতুয়াদের নিয়ে এর আগে রাজনীতি করেছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিও মতুয়াদের দুনিয়ায় পা ফেলেছিল। তবে তেমন সুবিধা হয়নি। সুবিধা হয় নি মতুয়াদেরও। তারা বুঝে গিয়েছেন ভোটব্যাঙ্ক হিসাবে তাদের কাজে লাগাচ্ছে রাজনীতিকরা। এই মনোভাবকেই হাতিয়ার করে পাকাপাকিভাবে মতুয়াদের সমর্থন আদায়ে নেমেছে বিজেপি।

মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, আগামী ৫ নভেম্বর রাণি রাসমণি রোডে এক সভায় রাজ্যের অবহেলিত মাহিষ্য সম্প্রদায় বেশ

কয়েক হাজার সমর্থক যোগ দিতে পারেন বিজেপিতে।

শুধু মতুয়া বা মাহিষ্যদের মন পেতেই নয়, দলিতদের যেমন, সিডিউল কাস্ট বা ওবিসি–দের ঝাঁকেও ঢিল মেরেছেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, ২০১৯–এর লোকসভা ভোটের আগে এ রাজ্যের প্রায় ১৭টি জেলায় দলিতদের রিপাবলিকান পার্টির সংগঠন মজবুত হয়ে যাচ্ছে। যাতে করে বিজেপিকে তারা আরও ভালোভাবে সমর্থন করতে পারে। আর তাতে রাজ্য থেকে আরও বেশ কয়েকটি লোকসভা আসনও জেতার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বদ্ধপরিকর হয়ে বলেন, গত লোকসভায় বিজেপির আসন ছিল ২৮৩ কিন্তু এ বছর ৩০০ ছাড়াবে। তিনি এ বিষয়ে এ রাজ্যের দলিতদের কাছে টানতে বলেন, জাতপাতের ভিত্তিতে বিবাহ হলে অন্যান্য রাজ্যে বা তার দফতরের অধীনে থাকা আম্বেদকর স্মরণে যে তহবিল রয়েছে তার তরফ থেকে বিনা জাত বৈষম্যের ভিত্তিতে বিবাহ হলে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাত্র ৩০ হাজার টাকা প্রদান করেন।

তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি করেন, অন্তত পক্ষে ৩০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১ লক্ষ করা হয়। তবে তিনি কিছু পরিসংখ্যানে বলেন, পশ্চিমবঙ্গ দলিত ও অত্যাচারী রাজ্যের মধ্যে ভালো ফল করেছে তাই তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তবে এখনও অত্যাচার পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। প্রথম উত্তরপ্রদেশ, দ্বিতীয় রাজস্থান এবং তৃতীয় বিহার। দলিতদের সমাজে প্রতিষ্ঠা করাই তার দফতরের প্রধান লক্ষ্য বলে তিনি বলেন। এবং দাবি করেন, পদোন্নতির ক্ষেত্রেও তফশিলি জাতি ও উপজাতির সংরক্ষণের। তিনি বিজেপি নেতৃত্বের উল্টো সুরে বলেন, এনআরসি পশ্চিমবঙ্গে লাগুর কোনও প্রয়োজন নেই। শুধু দলিত নয়, মন্ত্রী বলেন, প্রতিবন্ধীদের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয় তার দফতর। সারাবছর ধরে প্রায় ১০ লক্ষ প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন সহযোগিতা দিয়ে তাদের প্রতিবন্ধকতা দূর করে। প্রধানমন্ত্রীর 'দিব্যজন' প্রকল্পে চাকরির ক্ষেত্রে ৩ শতাংশ ৪ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে এবং পড়াশুনোর ক্ষেত্রে ৪ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সর্বোপরি বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গ দখল করবার জন্য এবং লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের আরও আসল দখল করবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে বিজেপি নেতৃত্ব। সর্বস্তরের মানুষের মন পেতে মরিয়া তারা।

অনুপস্থিতির অষ্টম বর্ষ পূর্তিতে
আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য

তরুণ ভূষণ গুহ
প্রকট : ১৭ নভেম্বর ১৯৩১
অপ্রকট : ৫ অক্টোবর ২০১০

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি
ও আলিপুর বার্তা পরিবার

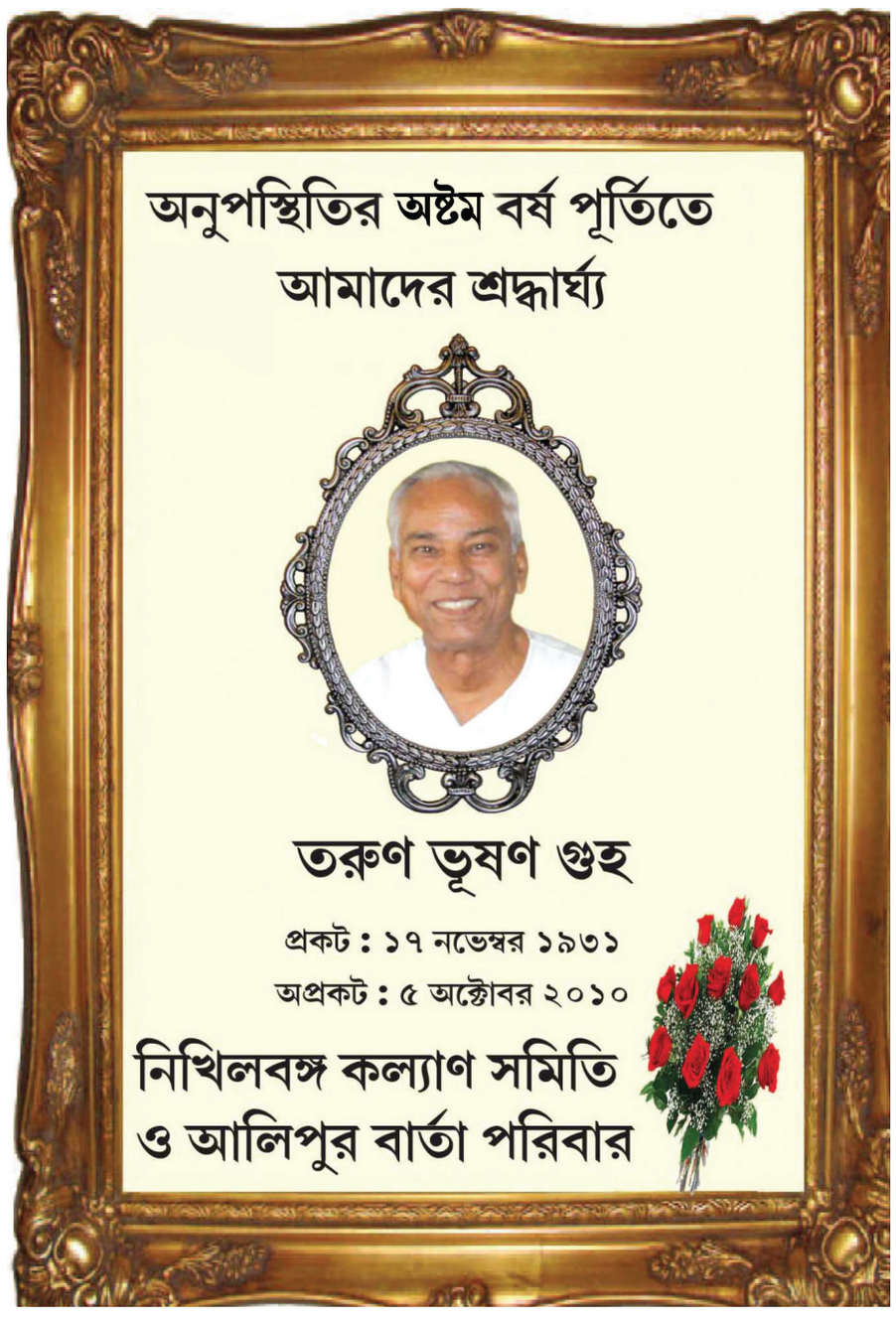

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা, ২৯ সেপ্টেম্বর – ৫ অক্টোবর, ২০১৮

ফের বনধের নামে লবডঙ্কা রাজ্যে

ফের একটা বনধ সংগঠিত হল এই রাজ্যে। যদিও বকলমে একে বিক্ষিপ্ত বনধ ছাড়া আর কিছু বলা বোধহয় সম্ভব নয়। সরকারি নির্দেশিকার জাঁতাকলে পড়ে অবশ্য মঙ্গলবারই নিজ নিজ কর্মস্থলে সেঁধিয়ে গিয়েছিল বহু সরকারি কর্মী। যাঁরা সেই অবসর পাননি, তাঁরা গুটি গুটি বুধবার সাতসকালেই হাজিরা দিলেন দফতরে। কেই বা সরকারি রোষানলে পড়তে চায়। মাঝখান দিয়ে এই বনধের প্রবক্তা বিজেপি নেতৃত্ব বুক বাজিয়ে বলতে লাগলেন তাঁদের এই কর্মসূচি নাকি বেজায় সফল। আসলে ভিতসন্ত্রস্ত প্রচুর মানুষ এইসব বনধের দিনে ঘর ছেড়ে বেরোতে চান না। তাছাড়া বাচ্চা–কাচ্চাদের স্কুল কর্তৃপক্ষ আগবাড়িয়ে ঝুঁকি নিতে চান না বলেও স্কুল অনেকক্ষেত্রেই বন্ধ থাকে। শহর বা শহরতলির প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত দোকানপাটের মালিকরাও হিম্মত দেখাতে পারে না, ব্যবসাস্থল খোলা রাখার। আর 'পড়ে পাওয়া চৌদ্দআনা'–র মতো বনধ সমর্থকরা দাবি করে, এই রাস্তা শুনশান থাকা বা গাড়িঘোড়া কম থাকা আসলে নাকি তাদের কর্মসূচির সাফল্য। বলাবাহুল্য, রাজ্যে এখন বিজেপি নেতারা যে দাবি করছেন, ঠিক সেই দাবিটাই অহরহ করত আজকের শাসক দল তৃণমূল। ট্রামের ভাড়া এক পয়সা বাড়ানো নিয়ে বামপন্থীদের অনেক লম্ফঝম্পও ইতিমধ্যে দেখার অভিজ্ঞতা আছে রাজ্যবাসীর। যারা সরকারে থাকে তারা সবসময় চেষ্টা করে নিজেদের কর্তৃত্ব, আধিপত্য বজায় রাখতে। যুগ যুগ ধরেই এই পরম্পরা চলে আসছে। তার ব্যতিক্রম হয় নি এদিনও। বনধ ব্যর্থ করতে জায়গায় জায়গায় শাসক দলের লেঠেল বাহিনী যেমন নেমেছিল, ঠিক তেমনই একে সফল করে তুলতে রাজ্যের গেরুয়া শিবিরকেও তৎপর দেখা গেল নানাসময়। ফলে বিক্ষিপ্ত কিছু ঝুটঝামেলাও হল। যদিও তা লাগামছাড়া হয়ে ওঠেনি কখনই। বিশেষ করে ঘোর বাম জমানায় তৃণমূল নেত্রীর নেতৃত্বাধীন ঘাসফুল ব্রিগেড যখন বনধ ডাকত তখন কিন্তু তা অধিকাংশ সময়ই সর্বজনীন আকার ধারন করত। হয়তো বিরোধী হয়ে সাংগঠনিক ডালা পালা অনেকটাই মেলে ধরতে পেরেছিল বলেই এই সাফল্য এসে ধরা দিয়েছিল জোড়া ফুলের ঘরে। পক্ষান্তরে তৎকালীন শাসক দল সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টও মাঝেমধ্যেই ধর্মঘটের রাস্তায় যেত কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রণহুঙ্কার তুলে কিংবা রাজ্যের প্রধান প্রতিপক্ষর বিরুদ্ধে তোপ দেগে। কখনও কখনও বামপন্থার বেঁচে থাকার রসদ মার্কিন বিরোধিতাকে অস্ত্র করে আন্তর্জাতিক ইস্যু এনে ফেলত বামেরা। বস্তুত, তার মধ্যে যত না প্রকৃত রাজনীতির রঙ ছিল, তার থেকেও অনেকাংশে বেশি ছিল মেকি কমিউনিজম। আমাদের রাজ্যে এই মুহূর্তে তৃণমূল যে রাজনীতিটা করছে তাতে একদিকে যেমন অভূতপূর্ব উন্নয়নযজ্ঞ রয়েছে, ঠিক তেমনই তার অপরপ্রান্তে রয়েছে রাশি রাশি দুর্নীতির প্রলেপ। অন্তত এমন অভিযোগটাই বারংবার তুলে ধরছে রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। বুধবার যে কারণে বিজেপি রাজ্যে বনধ ডাকল সেই ইসলামপুরে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে এর মধ্যেই রাজ্যে ছাত্র ধর্মঘট সংগঠিত করেছে সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই। পেট্রল–ডিজেল ও গ্যাসের উত্তরোত্তর দাম বাড়া নিয়ে নীরব বিজেপি কেন এই ইস্যুতে বনধ করছে প্রশ্ন উঠছে তা নিয়েও। এও কথা উঠছে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতেই কী বিজেপি এই বনধ রাজনীতির পথে হাঁটল।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

অনাসক্তিই পূর্ণ আত্মত্যাগ

অথবা কাহারও না কাহারও অনিষ্ট করিতে হইবে, সুতরাং তাঁহাদের মতে সংসারচক্র হইতে বাহির হইবার একমাত্র উপায় মৃত্যু। এই মতবাদকে জৈনগণ তাঁহাদের সর্বোচ্চ আদর্শ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। আপাততঃ এই উপদেশ খুব যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু গীতাতেই ইহার প্রকৃত সমাধান পাওয়া যায়–ইহাই অনাসক্তির তত্ত্ব, জীবনে কাজ করিয়া কিছুতেই আসক্ত না হওয়া।জানিয়া রাখ–যদিও তুমি জগতে রহিয়াছ, তুমি জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, যাহাই কর না কেন,তাহা নিজের জন্য করিতেছ না। নিজের জন্য যে কাজ করিবে, তাহার ফল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। কার্য যদি সৎ হয়, তোমাকে উহার শুভ ফল ভোগ করিতে

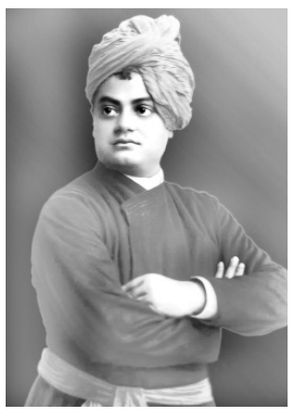

হইবে, অসৎ হইলে উহার অশুভ ফল ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু যে কোন কার্যই হউক, তাহা যদি তোমার নিজের জন্য কৃত না হয়, তাহা হইলে উহা তোমার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। আমাদের শাস্ত্রে এই ভাবব্যঞ্জক একটি বাক্য পাওয়া যায়ঃ 'যদি কাহারও জ্ঞান থাকে যে, আমি ইহা নিজের জন্য করিতেছি না তবে তিনি সমগ্র জগৎকে হত্যা করিয়াও বা নিজে হত হইয়াও হত্যা করেন না, বা হত হন না।' এইজন্যই কর্মযোগ আমাদিগকে বিশেষভাবে শিক্ষা দেয়, 'সংসার ত্যাগ করিও না, সংসারে বাস কর, সংসারের ভাব যত ইচ্ছা গ্রহণ কর, কিন্তু নিজের সুখভোগের জন্য কাজ একেবারেই করিও না। ভোগ যেন লক্ষ্য না হয়। প্রথমে নিজের ক্ষুদ্র আমিকে মারিয়া ফেল, তারপর সমুদয় জগৎকে আপনার করিয়া দেখ, যেমন প্রাচীন খ্রীস্টানেরা বলিতেন, 'পুরাতন মানুষটিকে মারিয়া ফেলিতে হইবে।' 'পুরাতন মানুষ' শব্দের অথ জগৎ আমাদের ভোগের জন্য নির্মিত হইয়াছে, এই স্বার্থপর ভাব। অজ্ঞ পিতামাতারা তাঁহাদের সন্তানদিগকে প্রার্থনা করিতে শেখান, হে প্রভো তুমি এই সূর্য চন্দ্র আমার জন্য সৃষ্টি করিয়াছ।' প্রভুর যেন এই সব শিশুর জন্য যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোনও কাজ ছিল না।ইহা শুধু আমাদের কামনারূপ অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ করা।

ফেসবুক বার্তা

আজাদ হিন্দ সরকারের সিক্রেট সার্ভিসের অমর শহীদ মানকুমার বসু ঠাকুর ও চিত্তরঞ্জন মুখার্জী মাদ্রাজে ধৃত/ ফাঁসি হয়

স্বদেশের মুক্তিযুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজের ২৬ হাজার শহীদের সহযাত্রী এই দুই মহান বিপ্লবীর মরণ-বরণ দিবসে বিনম্র প্রণাম

বুদ্ধদেবের মানব সংস্করণ দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর

নির্মল গোস্বামী

৬৩ বৎসর পূর্বে বাংলার স্বাধীন সূর্য অস্ত গিয়েছিল পলাশীর আম বাগানের অন্তরালে। মীরজাফর, মিরন ও মীরকাশিমের হাত ঘুরে ক্লাইভের হাতে শাসনতন্ত্র আসা ইস্তক কলকাতা তখন ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হিসাবে নিত্য নতুন সাজে সেজে উঠছে। নব্য জমিদার শ্রেণী ও দেশীয় রাজারা কলকাতায় প্রাসাদ নির্মাণ করে বসবাস করতে শুরু করেছে। কেউ ব্যবসা বাণিজ্য করে দু পয়সা কামাতে চায়, কেউ বা প্রভূত অর্থ আরাম আয়েশে উড়াতে চায়। ঝাঁকামুটে থেকে ভিস্তিওয়ালা, মজুর থেকে পালকী বাহক, ব্যবসায়ী, দালাল, ফড়ে, উকিল। রাধুনী বামুন, পুরুত ঠাকুর, বাইজী, বেশ্যা– চোরজোচ্চর, ঠকবাজদের আবাস ভূমি হয়ে উঠল কলকাতা। ইংল্যান্ড থেকে আগত নব্য রাজ কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেবার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়েছে তা প্রায় ২০ বছর হল। জীবিকার সন্ধানে দূর দূরান্তের জেলা থেকে নৌকা যোগে অথবা পদব্রজে মানুষ কলকাতায় আসতে শুরু করেছে। মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুণ্যবতী স্ত্রী ভগবতী দেবী ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে ২৬শে সেপ্টেম্বর এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। ঠাকুরদা রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাতির ললাট লিখন পড়ে অনুমান করলেন যে এ ছেলে খুব একটা সাধারণ নয়।

সাধারণ যে নয়, তার প্রমাণ মিলল যখন ৯ বছরের বালক পিতার হাত ধরে ভাগ্যান্বেষণে কলকাতার পথে আসতে আসতে রাস্তার মাইল স্টোন দিয়ে এক থেকে নয় পর্যন্ত ইংরাজি সংখ্যা শিখে নিল। দিনের বেলা হাড়ভাঙা খাটুনির পর রাতের বেলা রাস্তার গ্যাসের আলোয় পড়াশোনা করে যে মেধার পরিচয় বালক রাখল তাতে বোঝা গেল তিনি অনন্য। সংস্কৃত কলেজ থেকে অতি অল্প বয়সে বিদ্যাসাগর উপাধি প্রাপ্তি বাবু কলকাতার তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। ক্রমশ খ্যাতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে তাঁর নাতিদীর্ঘ চেহারা সত্ত্বেও মাথা হল গগনচুম্বী। ব্রিটিশ ভারতের সর্ব শ্রেণীর মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা সহকারে হৃদয়ে স্থান দিল। অমানুষিক পরিশ্রম, অদম্য জেদ, অভূতপূর্ব মেধা, আর মানুষের প্রতি ভরপুর ভালোবাসায় দ্রবীভূত উদার হৃদয় নিয়ে তিনি বিস্ময় বালক থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিস্ময় মানবে পরিণত হলেন। রামমোহন যদি বাংলার রেনেসাঁসের আহ্বায়ক হন তবে বিদ্যাসাগর হলেন বাংলা তথা ভারতের নব জাগরণ যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক। তিনি একাধারে সমাজ সংস্কারক, তিনি মহাপণ্ডিত, তিনি শিক্ষাবিদ, বাংলা ভাষার তিনি ভগীরথ, তিনি কর্মবীর, তিনি দৃঢ়চেতা, অসম সাহসী, আপন পৌরষের অবিচল আস্থাবান তিনি পুরুষ সিংহ, কর্তব্য সম্পাদনে তিনি কঠিন কঠোর আবার মানুষের দুঃখে বিগলিত প্রাণ তিনি দয়ার সাগর।

তাঁর মৃত্যুর ঠিক চার বছর পর তাঁর এক স্মরণ সভায় রবীন্দ্রনাথের লিখিত ভাষণের অংশ বিশেষ,

''তিনি প্রতিদিন দেখিয়েছে, আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না। আড়ম্বরে করি, কাজ করিনা, যাহা অনুষ্ঠান করি, তাহা বিশ্বাস করি না, এই দুর্বল ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, ধর্মহীন, তার্কিকজাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ তিনি সর্ব বিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন।

কবির এই স্বল্প কথাতেই স্পষ্ট তখনকার দিনের কলকাতার গড় বাঙালির ছবি আর চরিত্র। তিনি শিখাধারী, উপবীত ধারী বাড়ুজ্যে বামুন। কিন্তু কোনওদিন কোনও কাজে সচেতন কি অবচেতন মনেও ঈশ্বরের স্মরণাপন্ন হয়ে ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয়, যে–যুগে যুগে ধর্ম সমাজ প্রায় জয়গান শুনিয়ে মানব সমাজকে ধন্য করেছে। আবার সমাজের গতি পথে যুগের দাবির বিপরীতে বিস্তর বাধা হয়ে প্রগতির পথ রোধ করেছে। এক ধর্মের কার্যকারিতায় মরচে ধরলে আবার নতুন ধর্মের বাণী নিয়ে মানব সমাজ অবতার দেখিছে। নতুন ধর্মে নবরূপে ঈশ্বরের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু ভারতে বৌদ্ধধর্মের ব্যাতয় দেখা যায়। বুদ্ধদেবই প্রথম ধর্মপ্রচারক যিনি মানুষকে ঈশ্বর নির্ভরতা থেকে বের করে আত্ম শক্তিতে দাঁড় করিয়েছিলেন। নির্ভেজাল মানবতার পাঠ পড়িয়ে ভারত সহ আত্মশক্তিতে দাঁড় করিয়েছিলেন। নির্ভেজাল মানবতার পাঠ পড়িয়ে ভারত সহ পশ্চিম–পূর্ব এশিয়া অনেক দেশে। মানব সভ্যতার অথবা ঈশ্বর সান্নিধ্যে নিশ্চিত স্বর্গবাসের আশ্বাস এই সব অপার্থিব প্রাপ্তির কথা একবারও উচ্চারণ করেনি। সৎকর্ম আর মানব সেবার দ্বারা সকল মানুষই বুঝতে প্রাপ্ত হতে পারে। তোমার মুক্তির পথ তোমাকেই প্রস্তুত করতে হবে সুকর্মের দ্বারা। সেখানে তোমাকে সাহায্য করার কেউ নেই এমনকি ঈশ্বরও নয়। স্বামীজী বুদ্ধদেব সম্পর্কে বলেছেন এমন বিশাল হৃদয় মানুষ পৃথিবীতে আর জন্মগ্রহণ করেনি। তিনি মানুষের দুঃখ দূর করার জন্য ৫০০ বার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভারতে বুদ্ধযুগের অবসানের প্রায় ১১০০ বছর পরে কলকাতার মানুষ সেই বুদ্ধদেবের মানব সংস্করণকে পেল। সেই বেদ বেদান্ত জ্ঞান। অথচ উল্টোপথের দিশারী। বললেন ভারতের যুবকদের মেরুদণ্ড সোজা করতে হলে বেদান্ত, সাংখ্য দর্শনের পরিবর্তে মিল বেন্থামের লজিক পড়াতে হবে।

শুধু মনে করা নয়, নারীর দুঃখ মোচনের জন্য সারা জীবনের উর্পাজন অকাতরে ব্যয় করলে না শুধু বিধবা বিবাহের জন্য তখনকার দিনে ৮৫ হাজার টাকা তিনি খরচ করেছিলেন তাও কর্জ করে। নারী শিক্ষা বিস্তারে জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তিনি তাঁর সম্পত্তির যে উইল করে যান তাতে ৪৫০ দরিদ্র বিধবার মাসোহারার ব্যবস্থা করেছিলেন।

কারো দুঃখকষ্টের কথা শুনলে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না। চোখের জলে বুক ভেসে যেত এর সুযোগ নিয়ে কত লোক মিথ্যা গল্প ফেঁদে ঠকিয়ে পয়সা নিয়েছেন তার কাছ থেকে। রাজা জমিদার থেকে পথের ভিখারি সকলের বিপদে তিনি সাহায্য করতেন। বাংলার কাব্য প্রতিভাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তিন প্রেস বন্ধক দিয়ে মাইকেলকে সাহায্য করেছিলেন। তিনি যে এতো সাহায্য করতেন তা সব সময় গোপন রাখার চেষ্টা করতেন। মহাভারতে দাতা কর্ণের নাম আমরা শুনেছিলাম। আর ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতায় বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে কোনও প্রার্থী খালি হাতে ফেরেন নি।

কোনও দুর্নীতির সঙ্গে আপোষ না করে, কোনও অন্যায়ের মনে গাঁটছড়া না বেঁধে। নিজের মেধা, শ্রম ও বুদ্ধি দিয়ে– সৎপথে থেকে তিনি অর্থ উপার্জন করেছিলেন। আবার সেই অর্থ অকাতরে মানুষকে দান করেছেন। মানুষের সেবায়, সমাজের উন্নয়নের জন্য তিনি জীবন বাজী রাখতেও পিছপা হতেন না। এতো বড় মহাপ্রাণ ভারতবর্ষে আর জন্মায়নি। তাই তো নাস্তিক বিদ্যাসাগরের কাছে ভগবান রামকৃষ্ণ ছুটে গেছেন শুধু দেখা করার জন্য। স্বামীজী নিবেদিতাকে বলেছিলেন, 'আমি রামকৃষ্ণের পর বিদ্যাসাগরকে মেনে চলি।'

স্বামীজীর শিবজ্ঞানে জীব সেবার মন্ত্রের বাস্তব চরিত্র ছিলেন বিদ্যাসাগর। নারী জাগরণের উদগাতা ছিলেন বিদ্যাসাগর। ন্যায়, সত্য আর মানব সেবা এই তিনটির বড় অভাব আজ। পথ আমরা আবিষ্কার করছি। মানুষের মুখোশ পরে প্রকৃত মানুষ বিদ্যাসাগরের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আমরা ভয় পাই। তাই কি ভুলে যাবার প্রয়াস সর্বত্র!

২৩ বছরে ৩ হাজার সাপের প্রাণ রক্ষা

দেবাশিস রায়, কাটোয়াঃ নবজাতকের নামকরণের দিন পারিবারিক প্রথা মেনে বাড়িতে হোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান হচ্ছিল। সেই হোমের সঙ্গেই মিল রেখে নবজাতকের নাম রাখা হয়েছিল হুম। আটত্রিশ বছর আগের সেই একরত্তি হুম রাণা পরবর্তী সুদীর্ঘ ২৩ বছরে প্রায় ৩০০০ সাপের প্রাণ রক্ষা করে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। পূর্ব বর্ধমানের ভাতার বাজার এলাকার বাসিন্দা হুম জাতিতে নেপালি এবং পেশায় ছোটোখাটো ব্যবসায়ী। বাড়ির কাছেই কুলচণ্ডা মোড়ে তাঁর একটি স্টেশনারি দোকান আছে। ছোটো থেকেই অত্যন্ত ডানপিটে গোছের হুম মাত্র ১৫ বছর বয়সেই প্রথম সাপ উদ্ধার করেছিল। ক্লাস নাইনে পড়ার সময় তাঁর সেই যে এই দুঃসাহসিক কাজ শুরু হয়েছিল এখনও বিরাম নেই।

সুবিশাল এলাকায় কোথাও সাপ বের হওয়ার খবর পেলেই হুম ছুটে যান সেখানে। তারপর কৌশলে সাপ ধরে সেটাকে জারবন্দি করে ছেড়ে দিয়ে আসেন দূরে কোনও জঙ্গলে কিংবা মাঠে। হুম সাপ

ছবিঃ সাপ উদ্ধারে ব্যস্ত ভাতারের হুম রাণা

উদ্ধারের মাধ্যমে দু'টি কাজ করে চলেছেন। প্রথমত ইকো সিস্টেম অর্থাৎ পরিবেশের বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা করা। দ্বিতীয়ত সাপ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যেকার ভুল ধারনাকে ভেঙে দিয়ে কুসংস্কারকে দূরীভূত করা। এসব কাজ করেন তিনি মনের তাগিদ থেকে। তবে, এই কাজের সুবাদে তিনি প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে পরিচিতি লাভ করলেও বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় অসাধারণ অবদানের জন্য এখনও কোনও পুরস্কার পাননি। অবশ্য সেজন্য তাঁর কোনও অভিযোগ অনুযোগ নেই।

হুম রাণা এলাকায় এতটাই জনপ্রিয় যে বহু বাড়িতে তাঁর মোবাইল ফোনের নম্বর রয়েছে। কোথাও বা কোনও বাড়িতে সাপের উদয় হলেই ফোনে ঠিক খবর পৌঁছে যায় তাঁর কাছে। আর শত ব্যস্ততার মধ্যেই সেখানে ত্রাতার ভূমিকায় হাজির হন হুম। ঠিক যেমনটা হয়েছিল ২৩ এবং ২৪ সেপ্টেম্বর পরপর দু'দিন। ভাতারের এক ঠিকাদারের বাড়ি থেকে পরপর দু'দিন দু'টি সাপ উদ্ধার করেছেন তিনি। সপ্তাহ খানেক আগেই এলাকার এক বাসিন্দার বাড়ি থেকে একটি বিষধর সাপ উদ্ধার করেছেন হুম। এই সেপ্টেম্বর মাসেই এপর্যন্ত বিষধর ও বিষহীন মিলে ১৫ টি সাপ উদ্ধার হয়েছে তাঁর হাতে।

২৫ সেপ্টেম্বর ভাতারে নিজের দোকানে বসেই হুমবাবুর সঙ্গে এবিষয়ে কথা হচ্ছিল। তিনি বলেন, ক্লাস নাইনে ইকো সিস্টেম বিষয়টি পড়ার সময়ই সাপ বাঁচানোর একটা তাগিদ অনুভব করি এবং কয়েকদিনের মধ্যেই খালি হাতে ভয়ংকর বিষধর একটি কালাচ সাপকে ধরে মাঠে ছেড়ে দিয়ে এসেছিলাম। তবে, এখন সাপ ধরার জন্যে লোহার রডের তৈরি বিশেষ ধরনের একটি উপকরণ ব্যবহার করি। সেই ১৫ বছর বয়স থেকে এপর্যন্ত প্রায় ৩০০০ সাপ উদ্ধার করেছি। তিনি আরও বলেন, বাস্তুতন্ত্র রক্ষার্থে সাপকে বাঁচিয়ে রাখাটা অত্যন্ত জরুরি। এরই পাশাপাশি সাপ ও সাপে কামড়ানো নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যেসব ভুল ধারনা, ভীতি এবং কুসংস্কার রয়েছে সেগুলিও ভেঙে দিতে হবে। এজন্য প্রয়োজন জোরদার জনসচেতনা বৃদ্ধি।

আমি এবিষয়ে সাধ্যমতো কাজ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এখনও অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে সাপে কামড়ানো মানুষকে চিকিৎসার জন্য প্রথমেই হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে ওঝা কিংবা গুণিনের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে রোগীর প্রাণ সংশয় দেখা দেয় এমনকি অনেকে মারাও যায়। সাপে কামড়ানো রোগীর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মৃত্যু হয় আতঙ্কে এবং যথাসময়ে সঠিক চিকিৎসার অভাবে। এবিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে প্রয়োজন ব্যাপক প্রচার।

পাঠকের কলমে

খুব ভয় হচ্ছে

বেহালায় থাকাটা কি অপরাধ! এটাই মনে হচ্ছে সারাক্ষণ। পুজো আসছে তাই আরও ভয় বাড়ছে। এমনিতেই তো অফিস বেরোতে হচ্ছে প্রায় ২ ঘন্টা আগে। বেহালা পেরিয়ে অফিস যাওয়াটা যেন এখন সাত সমুদ্র তেরো নদী পার করে তেপান্তরে মাঠে যাওয়ার মতো। মাঝেরহাট ব্রিজ বিপত্তিতে বিপদ নেমে এসেছে বেহালাবাসীর কপালে। বেহালার ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি হচ্ছে বেশ। পুজোর আগে মানুষ কেনাকাটা করতে বেহালায় আসতেই চাইছে না। সে যাই হোক এখন অবশ্য নতুন ভয়। ভয় হলো পুজো কর্তাদের দর্শক হবে তো। গাড়ি ঘোড়া পেরিয়ে দর্শক আসবে তো। সারা বছর ধরে ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তিল তিল করে তৈরি হওয়া মণ্ডপে ভিড় হবে তো! এমনও কারো কারোর মধ্যে ভয় দেখা যাচ্ছে যে পুজোর বিচারকরা প্যান্ডেলে এসে পৌঁছতে পারবেন তো। সে যাই হোক পুজো আসছে এরই মধ্যে। সরকার নতুন রাস্তা তৈরি করতে বেশ তৎপরতাই নিয়েছে। কিন্তু তাতে কি খুব বেশি সুরাহা হবে। এই সব প্রশ্নই এখন শোনা যাচ্ছে বেহালাবাসীদের মুখে মুখে। কেউ কেউ আবার মজা করেও বলছে বেহালার বেহাল দশা আরও বাড়ল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সঙ্গে কলকাতার সংযোগ বেহালাই। সে যাই হোক, যানজট এড়িয়ে যখন মা আসছেন তখন দর্শনার্থীও কম হবে না বেহালায় এমনটাই মনে হয় আমার।

বিশ্বেশ্বর ঘোষ
বেহালা

ভোটে আধার চাই

সুপ্রিম কোর্ট সরকারি বিভিন্ন কাজে আধার বাধ্যতামূলক করলেও এখনও খোদ নির্বাচনী কাজে গুরুত্ব পায়নি আধারের তথ্য। অথচ নির্বাচন কমিশন স্বচ্ছতার জন্য নানা কর্মসূচি গ্রহণ করলেও ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে আধার সংযুক্তিকরণের কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি। জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের কাজে ভুয়ো ভোট রুখতে আধারের ব্যবহার অবিলম্বে করা দরকার।

ধীমান রায়, বালিগঞ্জ

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়

লোকনাথ সেবক সঙ্ঘের ভারত বাংলাদেশ সৌভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধন

কল্যাণ রায়চৌধুরী : সম্প্রতি বাংলাদেশের নারায়ণ গঞ্জে বাংলাদেশ গবেষণা কেন্দ্র 'সোনার গাঁ'র নবম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। নারায়ণগঞ্জের শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর বারদী আশ্রমের কাজে অনুষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সেমিনারের বিষয় ছিল 'গোয়ালিনী মা'। লোকনাথ ব্রহ্মচারী সেবক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে ভারত ও বাংলাদেশের সৌভ্রাতৃত্বের সেতু বন্ধনের লক্ষ্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

এই অনুষ্ঠানে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লোকনাথ গবেষক হরিপদ ভৌমিক, চাকলা লোকনাথ আশ্রমের ট্রাস্টির অন্যতম সদস্য নবকুমার দাস, অশোক কুমার কুণ্ডু, দেবাশিস চক্রবর্তী, অসীম পাকড়াশি, তপন দত্ত, কমল চৌধুরী প্রমুখ। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের এমপি পঙ্কজ নাথ, বিষ্ণুপদ ভৌমিক, শীতল পাল, বুলবুল মুখোপাধ্যায়, শৈলেন রায়, মনোজ রায়, গোবিন্দ ব্রহ্মচারী সহ চট্টগ্রাম ও ঢাকার

বিশিষ্ট গুণীজন এবং বিভিন্ন মন্দির কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকগণ।

প্রসঙ্গত, এপার বাংলা এবং ওপার বাংলায় ইসলোক (ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ লোকনাথ) নিয়ে যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন নবকুমার দাস। এদিনের অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু একটি পুস্তক আকারে প্রকাশ করে চট্টগ্রাম, ঢাকা সহ বারোদী ও স্বামীবাগে বিতরণ করা হয় বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়। সাংসদ পঙ্কজ নাথ তাঁর বক্তব্যে বলেন, ভারত থেকে আগত হরিপদ ভৌমিক, নবকুমার দাস সহ প্রমুখ প্রতিনিধিগণের কাছে আবেদন, ভারত ও বাংলাদেশের লোকনাথ সেবক সংঘের যৌথ উদ্যোগে সৌভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধন গড়ে উঠুক।' এদিনের সেমিনারে সংগঠনের পক্ষ থেকে ভারত ও বাংলাদেশে যে সৌভ্রাতৃত্বে সেতুবন্ধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়, তাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে সর্বসম্মতভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয় নবকুমার দাস এবং অশোক কুমার কুণ্ডুকে বলে সংগঠনসূত্রে জানা যায়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, খুব শীঘ্রই এই মর্মে কলকাতায় একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হতে চলেছে। এবং সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক স্তরে এই দায়িত্বের কথা ঘোষণা করা হবে বলে ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ লোকনাথ ডিভোটি–র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

মুম্বাইয়ের গণপতি

মুম্বাই থেকে কল্লোল গুহঠাকুরতা

১৩ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া গণেশ পুজো সমাপ্ত হল ২৩ সেপ্টেম্বর বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার সহযোগে গণপতি বিসর্জনের মাধ্যমে। আকাশে বাতাসে আবিরের গন্ধে 'গণপতি বাপ্পা মৌড়িয়া' বলতে বলতে আট থেকে আশি, সমাজের সর্বস্তরের মানুষ থেকে শুরু করে সিনেমার অভিনেতা অভিনেত্রীরাও পায়ে পা মিলিয়ে চললেন মুম্বাইয়ের বিসর্জন ঘাটের দিকে। জুহু, চাওপাট্টি, বান্দ্রা, সান্টাক্রুজ, মেরিনড্রাইভ সমুদ্র সৈকত তখন মানুষে মানুষে আর গণেশের জয়ধ্বনিতে মুখরিত। রাস্তায় হাজারে হাজারে মানুষ ব্যাঞ্জো অর্কেস্ট্রার তালে তালে নাচতে নাচতে ছোট ছোট গণপতিকে মাথায় করে বা বিশালাকার গণপতির সামনে সামনে এগিয়ে চলেছে। দশ দিন ধরে মুম্বাইয়ের এই মূল উৎসবে দেশ বিদেশ থেকে বহু দর্শনার্থীরাও এসে সামিল হন। বিশাল বিশাল প্যান্ডেলে সোনা দানা অন্যান্য সাজসজ্জায় গণপতির মূর্তি ছিল চোখে পড়ার মতো। রাস্তার ধারে ধারে প্যান্ডেলও ছিল শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। মুম্বাইয়ে গনেশ পুজোর বাজেট প্রায় কোটি ছাড়ায়। তার মধ্যে চোখে পড়ার মতো পুজো

হয় লালবাব পুজো কমিটির। এদের এ বছরের বাজেট ছিল প্রায় ৫০ কোটি টাকা। বাণিজ্য নগরীর হিসেব নিকেশ সামলান গণপতি তাই এই উৎসবে মেতে ওঠে বাণিজ্য নগর মুম্বাই। গণপতি বাপ্পা মৌড়িয়া, মঙ্গল মূর্তি মৌড়িয়া। লাড্ডু আর মোদকের গন্ধে এই দশ দিন মুখরিত থাকে বাণিজ্য নগরী। এককথায় বলতেই হয় আহাঃ কি দেখিলাম, জন্ম জন্মান্তরেও ভুলিব না।

সাতটি পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন

অভীক মিত্র : মুরারই–১ নং ব্লকের অন্তগর্ত সাতটি গ্রামপঞ্চায়েতে আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছিলো তৃণমূল। ২২শে সেপ্টেম্বর সকালে পলসা,রাজগ্রাম,গোড়শা,মুহুরাপুর গ্রামপঞ্চায়েত এবং দুপুরে চাতরা, মুরারই,ডুমুরগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন সম্পন্ন হলো। রাজগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েতের নবনির্বাচিত সদস্য আম্ভুয়া গ্রামের পারুল বিবি গত ১০ই সেপ্টেম্বর হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। এদিন কুড়িজন সদস্য শপথগ্রহণ করেন। প্রধান হন তাপসী কোড়াঁ। মুরারই গ্রামপঞ্চায়েতের চব্বিশজন সদস্য শপথ

গ্রহণ করেন। প্রধান হন সন্তোষ পিপাড়া এবং উপপ্রধান হন বেবী মাল। উপস্থিত ছিলেন মুরারই–১ নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি বিনয়কুমার ঘোষ, মহিলা নেত্রী নূরজাহান বিবি,মুরারই অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি বিপ্লব শর্মা সহ বিশিষ্টজনেরা। মুরারই পূর্ববাজার এলাকার গৃহবধূ সন্তোষ পিপাড়া। রাজ্যে জৈন সম্প্রদায়ের প্রথম মহিলা প্রধান হলেন সন্তোষ পিপাড়া। যা বীরভূমবাসীর কাছে এক নতুন শিরোপা।

মহুরাপুর গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান হন বদরুন্নেসা বেগম এবং উপপ্রধান হন টুয়া সরকার। উপস্থিত ছিলেন মুরারই–১ নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি বিনয়কুমার ঘোষ,মুরারই অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ চ্যাটার্জী,জয়গোপাল মিত্র,প্রাক্তন প্রধান শ্রীনিবাস সরকার সহ বিশিষ্টজনেরা। দুপুরে কমিউনিটি হলের মাঠে খিচুড়ি খাওয়ানো হয়। চাতরা,পলসা,ডুমুরগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান হন যথাক্রমে সোনালী মাল, সঞ্জীব রবিদাস এবং নিলুৎফার বেগম। চাতরায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা তথা মুরারই–১ নং ব্লক তৃণমূল যুব সভাপতি অসিতকুমার দাস (সুজয়)। প্রতিটি গ্রামপঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনের সময় পুলিশের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো। সাধারণ মানুষজনের উৎসাহ উদ্দীপনাও ছিলো চোখে পড়ার মতো।

নির্যাতিতার বাড়িতে লকেট, সুতপা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কামারডাঙা গ্রামে গোরু চড়ানোর সময় সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের এক আদিবাসী ছাত্রীকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠলো বাতাসপুর গ্রামের মোহিত খান নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে। ছাত্রীর বাবা–মা দিনমজুর। পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। কামারডাঙা গ্রামে গিয়ে নির্যাতিতা আদিবাসী কলেজছাত্রীর সঙ্গে দেখা করে কথা বলেন বিজেপি মহিলামোর্চা রাজ্য সভানেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আজ আদিবাসীরা যে কোনো ক্ষেত্রে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করছে। আজকে সেখানে পশ্চিমবঙ্গে যাদেরকে নিয়ে বিভিন্ন সংস্কৃতি মেলায় যাওয়া হচ্ছে,গান গাওয়া হচ্ছে, নাচানো হচ্ছে , সবকিছু হচ্ছে। আর আজকে তাদের যখন ধর্ষণ করা হচ্ছে, আমরা কুশমন্ডি দেখেছি,ঝাড়গ্রাম দেখেছি, পশ্চিম মেদিনীপুর দেখেছি,বীরভূম দেখেছি,জলপাইগুড়ি দেখেছি যেভাবে আদিবাসী মেয়েরা একের পর এক ধর্ষিত হচ্ছে,অত্যাচারিত হচ্ছে কিন্তু তাদের কোনোরকম বিচার হচ্ছে না। আজ তাদের জন্য আমরা পথে নেমেছি। দোষীর যেন ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্টে সঙ্গে সঙ্গে যেন চার্জশিট বের করা হয় আমরা তার জন্য লড়বো এবং আগামীদিনে এই নিয়ে কিন্তু আন্দোলন পুরো পশ্চিমবঙ্গের বাংলাজুড়ে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ভোটে রক্তগঙ্গা বয়ে গেলো এতো লোক মরলো। প্রশাসন ঠুটো জগন্নাথের মতো সবাইকে দেখে গেলো – সেখানে মহিলাদের সুরক্ষা আজকে মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর আমলে সবচেয়ে বেশি অত্যাচারিত হচ্ছে মহিলারাই। গনতন্ত্র ভেঙে পড়েছে। আদিবাসী মহিলাদের নিয়ে আমরা আগামীদিনে আন্দোলনে নামবো'।

উপস্থিত ছিলেন বিজেপি মহিলামোর্চার জোনাল পর্যবেক্ষক সুতপা গুপ্ত,সংঙ্ঘমিত্রা চৌধুরী,মালদহ ও বীরভূম জেলা পর্যবেক্ষক অনামিকা ঘোষ,জেলা সভানেত্রী অনুরাধা ঘোষ,সহসভানেত্রী সুজাতা ঘোষ,সোমা কর্মকার,বিজেপি বীরভূম জেলা সম্পাদক কালোসোনা মন্ডল,জেলা আইটি ইনচার্জ কৃশানু সিং,উত্তম ব্যানার্জী, শ্যামমোহন ঝাঁ,প্রদীপ্ত নন্দী,প্রিয়তোষ দত্ত, অমিতাভ সাহানি সহ বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা।

শিক্ষকের উৎসাহে ভাতা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রাজগ্রাম মহামায়া উচ্চবিদ্যালয়ের বাংলা শিক্ষক কুদ্দুস আলির বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হলো। চলতি বছরের ৩১শে জুলাই কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন কুদ্দুস আলি। এইদিনের অনুষ্ঠানে কুদ্দুস আলি একলক্ষ টাকার চেক তুলে দেন রাজগ্রাম মহামায়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শঙ্করপ্রসাদ ব্যানার্জীর হাতে। এই টাকা থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতী পড়ুয়াদের 'উৎসাহ ভাতা' হিসাবে দেওয়া হবে। শিক্ষকের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান বিদ্যালয় কতৃপক্ষ এবং বিশিষ্ট গুণীজনেরা। ছাত্রছাত্রীদের আবেদনে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষক কম থাকার জন্য ২০১৮ পর্যন্ত বিনা পারিশ্রমিকে বিদ্যালয়ে পড়াবেন বলে এদিন জানান কুদ্দুস সাহেব।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভাদীশ্বর মসজিদ মোড় এলাকায় ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হলো সালমা খাতুন (১৪) নামে শ্যামাপদ রায় উচ্চবিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রীর। এরপর উত্তেজিত জনতা ডাম্পারে ভাঙচুর চালায়। চালক ও খালাসি পলাতক। তারাপীঠ থেকে পুজো দিয়ে ফেরার পথে মাসড়ায় একটি টোটোকে ধাক্কা মারে জাইলোর গাড়ি। জখম হয়ে ছয়জন সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জাইলোর গাড়ির চালক থেকে যাত্রী সকলেই মদ্যপ ছিলো বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। পুলিশ চারজনকে আটক করেছে। ৬০নং জাতীয় সড়কে ডাম্পারের ধাক্কায় মারা যায় জাসমিনা খাতুন (২২) ও মধুনি খাতুন। আলিনগর গ্রামে বাড়ি।

অন্যদিকে রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ মল্লারপুর আম্বা মোড়ের পেট্রোল পাম্পের কাছে ৬০নং জাতীয় সড়কে দশ চাকা লরির সঙ্গে রামপুরহাটগামী অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হলো অটোর ছয় যাত্রীর। এক মহিলাযাত্রী আশঙ্কাজনক অবস্থায় রামপুরহাট সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মৃতরা হলো অটোচালক সঞ্জয় মন্ডল (২১),পার্থ লেট (৪৫),বিপদতারণ মন্ডল (৬০),গোবিন্দ হাজরা (২২) এবং রঞ্জিত লেট (২৪)। মৃত একজনের এখনো পর্যন্ত কোনো পরিচয় জানা যায় নি। পার্থর স্ত্রী রেনুকা লেট আশঙ্কাজনক অবস্থায় রামপুরহাট সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মৃত সঞ্জয় ও গোবিন্দের বাড়ি রামপুরহাটের কসাইপাড়ায়,বিপদতারণের বাড়ি হরিওকা গ্রামে,পার্থর বাড়ি খরুন গ্রামে এবং রঞ্জিতের বাড়ি চাকপাড়া গ্রামে। দুর্ঘটনায় অটোটি দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। দুটি গাড়ির গতিবেগ অত্যাধিক থাকায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা বলে অভিমত স্থানীয়দের। দুর্ঘটনার পর জাতীয় সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। পার্থ এবং তার স্ত্রী রেনুকা লেট মল্লারপুর রেলস্টেশনের বাইরে একটি চায়ের দোকান চালাতো। বিপদতারণ মল্লারপুরে ডাক্তার দেখিয়ে ফিরছিলো।

ভারতবর্ষের রেল চলে আপন খেয়ালে, যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য তলানিতে

মলয় সুর, হুগলি : ভারতীয় রেল ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। মডেল স্টেশন নির্মাণের তাগিদে রেল প্ল্যাটফর্মে থাকা বড় বড় গাছ কেটে লোহা ও টিনের শেড তৈরি হয়েছে। আবার কোথাও গাছটাই কাটা হয়েছে শেড আর হয়ে ওঠেনি। হাওড়া–বর্ধমান কর্ড লাইনে ডানকুনি স্টেশনে বেড়েই চলেছে যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যহীনতা ও দুর্ভোগ। প্রায় দু'দশক পরেও যাত্রীদের সীমাহীন দুরবস্থার কোনও বদল ঘটেনি। দিনে দিনে যাত্রী সংখ্যা বাড়ছে, ইএমইউ লোকাল ট্রেনে ভিড় বাড়ছে। টিকিট বিক্রি থেকে রেলের আয় বাড়ছে। বাড়েনি কেবল লোকাল ট্রেনের সংখ্যা। এই কর্ড লাইনে একটা ট্রেন চলে গেলে ৪৫ থেকে ৬০ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় যাত্রীদের তীর্থের কাকের মতো। এর উপর রয়েছে ট্রেন লেটের সমস্যা। ৫ বছর অন্তর সরকার বদলায়। প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়ে যায়। কিন্তু অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয় না। রেল যাত্রীদের যাতায়াতের স্বাচ্ছন্দ্য, কবে বাড়বে ট্রেনের সংখ্যা, কবে প্রাণ হাতে করে বাদুড় ঝোলা রোজনামচার সমাপ্তি ঘটবে। অথচ রেলের আধিকারিকরা একটু সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিলে অথবা ২ থেকে ৩টি লোকাল ট্রেন বাড়ালে অনেকখানি সুরাহা করা

সম্ভব হতো রেল যাত্রীদের। কর্ড লাইনের যাত্রীদের মনে ক্ষোভের বারুদ ক্রমশ দানা বাঁধছে। হাওড়া ডিআরএম বিল্ডিংয়ের রেল কর্তৃপক্ষ সব কিছু জেনেও নিষ্ক্রিয়, উদাসীন। এ প্রসঙ্গে জানা গেছে, হাওড়া–বর্ধমান কর্ড লাইনের রেলপথ মাত্র ৯৫ কিমি। এখানে প্রতিদিন হাওড়া থেকে বর্ধমানগামী ইএমইউ লোকাল ট্রেন চলে মাত্র ২৩ জোড়া। অবশ্য এর উপর যাত্রীদের ক্ষোভ সামাল দিতে মশাগ্রাম লোকাল ৪ জোড়া গুড়াপ লোকাল ১ জোড়া, চন্দনপুর ৪ জোড়া, বারুইপুর ১ জোড়া এবং শিয়ালদহ বারুইপুর লোকাল ২ জোড়া চালানো হচ্ছে। একটা ট্রেন থেকে আরেকটি ট্রেনের সময়ের দূরত্ব ৪৫ থেকে এক ঘন্টা। এদিকে সবচেয়ে বিপত্তি দেখা দেয় সকালের দিকে অফিস টাইবে। যাত্রীদের কাজের তাড়া বাড়ে এই সময়। কলকারখানা, কোর্ট, অফিস স্কুল কলেজে সময় মতো পৌঁছানো জরুরি। সকালে বারুইপাড়ার একজন যাত্রীকে ৮টা ৪৪–এর ডানকুনি লোকাল ধরার জন্য ধরতে ৮টা ৫–এর কর্ড লোকাল। ১০ মিনিটে ডানকুনি পৌঁছে ৩০ মিনিট হা পিত্যেশ অপেক্ষা। অথচ শিয়ালদহ থেকে ৬টা ৪২–এর পর ট্রেন ৭টা ৫২ মিনিটের ট্রেনটাই ডাউন ডানকুনি–শিয়ালদহ লোকাল হয়ে ডানকুনি থেকে ছাড়ে ৮টা ৪৪ মিনিটে। এক্ষেত্রে অবশ্য নতুন রেকের ব্যবস্থা করা গেলে ওই সময়ে আলাদা একটি শিয়ালদহ–বারুইপাড়া ট্রেন চালানো যেতো। যাত্রীদের অনেকখানি সুবিধা হতো। এদিকে যখন সকালের দিকে বারুইপাড়া–শিয়ালদহ লোকাল নেই। এটার খুবই প্রয়োজন রয়েছে। এগুলোর যাত্রীদের খুব উপকার হয়। এক বয়স্ক রেল যাত্রী আক্ষেপের সুরে বললেন, সময় চলে যাচ্ছে, যাত্রী সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু রেলে যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য– ওসব খাতায় কলমে থেকে যাচ্ছে। প্রত্যেক বছর রেল বাজেটে রেলের ভাড়া বাড়ছে। সেই তুলনায় রেল যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা একেবারে তলানিতে ঠেকেছে। এমন কি দূর পাল্লার গাড়িতে প্রায়ই যাত্রীদের বাসি পচা খাবার সার্ভ করা হচ্ছে। বিশেষ করে রাতের দূরপাল্লার গাড়িগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা উচিত। আগে প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশন ছিল। তাদের বিভিন্ন দাবি দাওয়ার কথা শোনা যেত। রেলের কর্তারা কিছুটা নড়ে চড়ে বসতেন। এখন তেমন শুনি না। গতানুগতিক দুলকি চালে রেল চলে আপন খেয়াল। একসময় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেল মন্ত্রী থাকাকালীন রেলে ভাড়া বাড়েনি। তাছাড়া বাংলায় বেশ কিছু ট্রেনও তিনি বাড়ান। এমন কি রেলপথ প্রসারিত করেন। বর্তমানে রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই রয়েছে। তাই কর্ড লাইনের যাত্রীরা বঞ্চনার শিকার দু'দশকের বেশি সময় ধরে। এর সুরাহা ব্যবস্থা আদৌ হবে কিনা কেউ বলতে পারে না।

অটো, টোটো, ট্রেকারের দৌরাত্ম্য

প্রথম পাতার পর

শাসকদলের রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকার কারণে পুলিশও তেমন কিছু বলে না বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। এর ফলে প্রতিদিনই বিভিন্ন দুর্ঘটনা লেগেই আছে। বারাসতের হেলাবটতলা, কলোনি মোড়, চাঁপাডালি মোড়, ডাকবাংলো মোড় ওদিকে হাবড়া ১ নম্বর রেলগেট থেকে জয়গাছি পর্যন্ত দৈনন্দিন যানজট লেগেই আছে। এইসঙ্গে আছে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় ট্রেকার দৌরাত্ম্য। কয়েকদিন আগে টাকি রোডের উপর ট্রেকার দুর্ঘটনায় তিনজন মারাও গিয়েছেন। বারাসতের চাঁপাডালি মোড় থেকে যেসব ট্রেকার দেগঙ্গা, শাসন, খড়িবাড়িতে যায় তাদের অনেকেরই কোনল বৈধ কাগজপত্র নেই। এমনকি এইসব ট্রেকার চালকদের অধিকাংশেরই কোনও বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই বলেও অভিযোগ উঠেছে। এ ব্যাপরে কয়েকদিন আগে উত্তর চব্বিশ পরগান জেলা পরিষদের তৎকালীন ভূমি কর্মাধ্যক্ষ আরশাদ উদ জামান টাকি রোডে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানান। তাতেও কোনও সুফল হয়নি বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ। তাদের আরও অভিযোগ, আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জীবনের ঝুঁকি প্রতিদিন অধিক যাত্রী বোঝাস ট্রেকার চলছে অবাধে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রশাসনের পক্ষ থেকে 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' কর্মসূচি পালন করেও কোনও লাভ হচ্ছে না। এ ব্যাপারে হাবড়া থানার পক্ষ থেকে বলা হয়, 'এখানে যশোর রোডের পরিসরের তুলনায় যানবাহনের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। এছাড়া লেভেন ক্রশিংয়ে অপেক্ষমান থাকা। হাবড়ায় যানজট সমস্যার এগুলি অন্যতম কারণ। তবু ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে প্রচুর সিভিক ভলান্টিয়ার রাখা হয়েছে যানজট নিয়ন্ত্রণের জন্যে।'

এ প্রসঙ্গে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিবহন আধিকারিক সিদ্ধার্থ রায়–এর সঙ্গে মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হলে সিদ্ধার্থবাবু বলেন, 'অটো এবং টোটো সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ আমাদের কাছে এসেছে। আমরা শাসন করার চেষ্টা করছি আমাদের সীমিত ক্ষমতার মাধ্যমে। বাইরে থাকার কারণে এই মুহূর্তে বৈধ অটোর ডেটা দিতে পারছি না। তবে বৈধ–অবৈধ মিলিয়ে প্রায় বারো–তেরো হাজার অটো আছে জেলায়। আর টোটো অর্থাৎ ই–রিকশা বৈধ আছে প্রায় হাজার তিনেক। অবৈধভাবে চলছে প্রায় পনেরো হাজার।' বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায় বলেন, আমার পুরসভাগত ব্যাপারে বলতে পারি, আমার মন্ত্রী (পড়ুন পরিবহন মন্ত্রী) শুভেন্দু অধিকারী যে কটা টোটোর আমাকে বলেছিলেন, আমি সেই কটা টোটোর (প্রায় হাজার তিনেকের মতো) আমি নাম দিয়েছি আরটিওতে। এছাড়া আর কোনও টোটোর লাইসেন্স নেই। কে কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাচ্ছে তা আমার জানা নেই। যারা অটো–টোটো ইউনিয়ন করে তারা জানে।' তিনি আরও বলেন যে অটোগুলি গ্যাসে চলে সেগুলি বৈধ আর যেগুলি ডিজেলচালিত অটো সেগুলি সম্পূর্ণ অবৈধ। এর সংখ্যা আমার জানা নেই। এটা দেখবেন আরটিও এবং ডিএম ম্যাডাম।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দার অভিযোগ, কয়েক স্থানীয় নেতার মদতে দিনের পর দিন চলছে এই অরাজকতা। প্রশাসন সব জানা সত্ত্বেও কেন ব্যবস্থা নিচ্ছে না, এ প্রশ্নও উঠেছে সংশ্লিষ্ট বাসিন্দা ও যাত্রীমহলে।

জমি বিবাদে জখম তিন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ক্যানিং : জমি নিয়ে বিবাদের জেরে দুই পরিবারের মধ্যে গণ্ডগোলের জেরে উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়। ঘটনায় একজন মহিলা সহ গুরুতর জখম হয়েছেন তিনজন। আহতদেরকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে চিকিসার জন্য। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং থানার গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আমতলার তেঁতুলতলা পাড়ায়।

বেশ কিছুদিন ধরে সম্পত্তি নিয়ে আব্দুর রহমান লস্কর, বাবু লস্কর,সামসুদ্দিন লস্করদের সাথে তার নিকট আত্মীয় মোকসেদ লস্কর, মনসুর লস্করদের বিবাদ লেগে রয়েছে। অভিযোগ জমি নিয়ে দুই পরিবারের গন্ডগোল দীর্ঘদিনের। সেই গন্ডগোল নিয়ে বুধবার রাতে গ্রামে সালিশি সভা বসে। সেই সালিশি সভা থেকে মোকসেদ লস্কর বের হতেই আব্দুর রহমান লস্কর, বাবু লস্কর, সামসুদ্দিন লস্কররা লাঠি,শাবল নিয়ে বেধড়ক মারধর করে মোকসেদ কে। মোকসেদকে মার খেতে দেখে তার বাবা মনসুর ও তার বৌদি সারা লস্কর উদ্ধার করতে গেলে তাদেরকেও বেধড়ক মারধর করা হয়।

কৃতী সংবর্ধনা

সঞ্জয় চক্রবর্তী, বাগনান : সম্প্রতি পানিত্রাস উচ্চ বিদ্যালয়ের শতাব্দী ভবনে মাধ্যমিক উচ্চ–মাধ্যমিক সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত কৃতী ছাত্র–ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণী ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়ে গেল। আয়োজক সংস্থা– তারারাণী মজুমদার স্মৃতি শিক্ষা সমিতি। মনীষীদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, প্রদীপ জ্বালিয়ে ও উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় প্রধান ডঃ সুরঞ্জন মিদ্দে, আমতা বিধানসভার বিধায়ক অসিত মিত্র, রবীন চট্টোপাধ্যায়, পানিত্রাস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক তপন কুমার দাস, অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জহরলাল সামন্ত ও স্কুলের সকল শিক্ষক ও শিক্ষিকা মণ্ডলী।

মূলত হাওড়ার পশ্চিম অঞ্চলের ৪২টি স্কুলের এবং পশ্চিমবাংলার মধ্যে ষষ্ঠ স্থানাধিকারী প্রতিমান দে সহ মোট ১৪০ জন ছাত্র–ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার ও স্মৃতি স্মারক তুলে দেওয়া হয় অনুষ্ঠানে 'শিক্ষার্থী স্মরণিকা' নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। পুরস্কার বিতরণী ও সংবর্ধনা ছাড়াও অনুষ্ঠানে গান ও আবৃত্তি পরিবেশিত হয়। এই অনুষ্ঠান ঘিরে এলাকার মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

ময়লাপোতায় বর্জ্য নিষ্কাশনের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী ফিরহাদ

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : সোনারপুরের ময়লা পোতায় রাজ্যের নগরোন্নয়ন মন্ত্রী

ফিরহাদ হাকিম অপচনশীল বর্জ্য নিষ্কাশনের পরিবেশ বান্ধব স্যানিটারি ল্যান্ডফিল প্রকল্পের উদ্বোধন করেন । এ প্রসঙ্গে তিনি ওয়েস্ট টু ওয়েলথ প্রকল্প চালু করার নির্দেশ দিলেন । এই ওয়েস্ট টু ওয়েলথ প্রকল্পের ব্যখ্যা করলেন সোজা, সহজ, সরল ভাষায় বোঝালেন ফিরহাদ, প্রত্যেক কাউন্সিলর ও বিধায়কদের এবং উপস্থিত সাধারণ মানুষদের । প্রত্যেক বাড়িতে দুটি করে বালতি রাখার নির্দেশ দিলেন। একটিতে শুষ্ক জিনিস অন্যটিতে পচা ময়লা রাখতে হবে । অর্থাৎ একটিতে তরকারি জাতীয় মাছের আঁশ, খোসা, অন্য একটি বালতিতে রাখতে হবে কাগজ আর প্লাস্টিক । বাড়ির পরিচারিকাদের বলতে হবে দুটি দুরকম জিনিস দুটি বালতিতে রাখতে হবে । এরপর এই ময়লা পুরসভা নিয়ে যাবে । দুটি ভাগে ভাগ হয়ে একটি হবে সার তৈরি যা বাজারে বিক্রি হবে। অন্যটি থেকে উৎপন্ন হবে বায়োগ্যাস। যা থেকে বিদ্যুত তৈরি করে গ্রিডে পাঠানো হবে সেখান থেকে রাজপুর সোনারপুর পুরসভার কোটি কোটি টাকার আয় বাড়বে । এ বিষয়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত পুরপ্রধান পরিষদ সদস্য ও ৩৫টি ওয়ার্ড এবং কাউন্সিলরদের নিয়ে বৈঠক করতে হবে । এছাড়া রাজপুর সোনারপুর পুরসভায় ৭৫১ কোটি টাকার জল প্রকল্প জন্য ব্যায় করা হচ্ছে। । একদিকে বিদ্যুত তৈরি বায়ো গ্যাস হবে অন্য দিকে জল দেওয়া হবে প্রত্যেক বাড়িতে । বর্জ্য নিষ্কাশন ও পরিবেশ বান্ধব প্রকল্পের জন্য মন্ত্রী ফিরহাদ ৭ কোটি টাকা ব্যায়ের কথা বললেন । ইতিমধ্যে ময়লা পোতায় কমপ্যাক্টর গাড়ি এসে গেছে । মন্ত্রী বলেন, রাজপুর –সোনারপুর পুরসভার ৪ লক্ষ ২৩ হাজার মানুষ উপকৃত হবেন । এরপর ফিরহাদ বলেন, ২০১১ সালে রাজপুর সোনারপুরের লোকসংখ্যা ছিলো ৪ লক্ষ। এরপর ৬ লক্ষ ছাড়ালেই এই পুরসভাকে কর্পোরেশনে পরিণত করা হবে । তিনি বলেন ২০০৯ সালে নেতাজির বাড়ি এসেছিলাম বর্তমান রাজপুর –সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ডাঃ পল্লব দাস বলেছিলেন এই প্রকল্পের কথা। ফিরহাদ বলেছিলেন ধৈর্য্য ধর আমি মন্ত্রিসভায় গেলে আমি করে দেবো । এই ধর্য্যের পরীক্ষায় আজ পাশ করলেন চেয়ারম্যান পল্লববাবু।

অনলাইন ম্যারেজ রেজিস্ট্রিতে পথিকৃৎ মন্ত্রী মলয় ঘটক

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গে অনলাইন ম্যারেজ রেজিস্ট্রি চালু করতে পথিকৃৎ হতে চলেছেন রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক। তাঁর এই কাজে অন্যতম সহায়ক হয়েছেন রেজিস্টার জেনারেল অফ ম্যারেজ (পশ্চিমবঙ্গ) মৃদুল হালদার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও চাইছিলেন যাতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো এ রাজ্যেও ম্যারেজ রেজিস্ট্রি উন্নয়নের দিশারী হয়। তার সেই ভাবনাকে রূপ দিতে চলেছেন মন্ত্রী মলয় ঘটক।

আরজিএম মৃদুল হালদার জানান, এখন পাত্র–পাত্রীরা চাকরির কারণে নানা রাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকেন। ফলে পূর্বের নিয়ম কানুন বলবৎ করার ক্ষেত্রে নানা সমস্যায় পাত্র–পাত্রীদের পড়তে হচ্ছিল। তাতে সময় জটিলতা বেড়েই চলেছিল। অনলাইনের মাধ্যমে পাত্র–পাত্রীদের সেই সমস্যা থেকে রেহাই মিলবে। বর্তমানে পাত্র–পাত্রীরা ভারতবর্ষর যে কোনও প্রান্ত থেকে কয়েক মিনিটের মাধ্যমে তাদের বিয়ের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

গত ২৪ সেপ্টেম্বর মৌলালি যুব কেন্দ্রে ম্যারেজ অফিসারদের নিয়ে অনলাইনে নোটিশ ও রেজিস্ট্রিকরণের তালিম দেওয়া হয়। অন্যদিকে অল বেঙ্গল ম্যারেজ অফিসার্স অর্গানাইজেশন–এর রাজ্য কমিটির সম্পাদক জয়ন্তকুমার মিত্র জানান, ম্যারেজ অফিসাররা প্রায় একটা শতক ধরে আর্থিক ও সামাজিকভাবে বঞ্চিত। ভারতবর্ষের নানা রাজ্যে একটা ম্যারেজ রেজিস্ট্রির জন্য ফি লাগে দশ হাজার টাকা। আমরা চাই এই পরিকাঠামোর বদল হোক। আমাদের আন্দোলনের পর আইন মন্ত্রক এ রাজ্যে ম্যারেজ রেজিস্ট্রি ৪–৫ হাজার টাকা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাশাপাশি আরজিএম মৃদুল হালদার জানান, এখন যে কোনও বিয়েতে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ছাড়াও প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা খরচ হয়। একটা মালার দাম ১–২ হাজার টাকা। পুরোহিত নিচ্ছেন পাঁচ হাজার টাকা। সুতরাং ম্যারেজ অফিসারদের ফি অবশ্যই বাড়বে।

খোঁড়া বাদশার যাবজ্জীবন

প্রথম পাতার পর

বাড়ির কর্তা বছর পঞ্চাশের ফিরোজউদ্দিন মোল্লা সোনারপুরে একটি হোটেলে কাজ করতেন। সাড়ে তিন হাজার টাকার বেতনে সাত জনের পেট চলত। ২০১১ সালের ১৫ ডিসেম্বর বিষমদে মৃত্যু হয়েছিল ফিরোজউদ্দিনের।

তারপর মর্গ, থানা, পুলিশ, আদালতে ছুটে বেড়াতে হয়েছে পরিবারকে। অনেক ছোটাছুটির পর ক্ষতিপূরণের টাকা মেলে। বৃহস্পতিবার সাত সকালে হোগলা আর ত্রিপলের ছাউনির দাওয়ায় বসে ফিরোজে স্ত্রী নাজমা বলেন, যে লোকগুলোর জন্য আমাদের পথে বসতে হয়েছে, আল্লা তাদের ক্ষমা করবে না। সাত'টা বছর কী ভাবে যে কাটিয়েছি বোঝাতে পারব না। আমি চাই খোঁড়া বাদশার ফাঁসি হোক। তবেই শান্তি পাব।' এখন লোকের বাড়ি কাজ করে সংসার চালান নাজমা। সেই পয়সাতেই তিন মেয়ে ও দুই ছেলে স্কুলে যায়। মোল্লা পরিবারের পাশেই লস্করদের বাড়ি। বিষমদ খেয়ে মৃত পেশায় দিনমজুর রমজান লস্করের স্ত্রী রহিমা এখন একাই থাকেন। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। মাস গেলে ক্ষতিপূরণের চোদ্দশো টাকায় কোনও রকমে চলে যায়। এদিন রহিমা বলেন, গরিব মানুষ, তাই আদালতে যেতে পারিনি। সরকার শাস্তি দেবে শুনেছিলাম। দোষীদের ফাঁসি ছাড়া আর কোনও কিছুই ভাবতে পারছি না।' বিষমদে যেমন ১৭২জন মারা গিয়ছিলেন, তেমনই বেশ কয়েক জন চিরতরে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। যেমন সংগ্রামপুর স্টেশনের পাশে গায়েন পরিবারের দুই ভাই মারা গিয়েছেন, কিন্তু পরিবারে একজন বেঁচে গিয়েছিল। ছোট হাসিবুল গায়েন। তবে সে চিরতরে হারিয়েছেন দৃষ্টি। এ যাব কোনও সরকারি সাহায্য মেলেনি। স্ত্রী মুজিদা পরিচারিকার কাজ করে প্রতিবন্ধী স্বামীকে নিয়ে সংসার চালান। কান্নায় ভেঙে পড়ে মুজিদা জানান, আমরাই জানি, আমাদের কতটা ক্ষতি হয়েছে। ওর যাবজ্জীবন না হয়ে আমিও চাই খোঁড়া বাদশার ফাঁসি হোক। তবেই শরীরের জ্বালা মিটবে।' কোনপ্রকার দিন কাটছে এই গায়েন পরিবারের। স্বাভাবিক ভাবে হেঁটে চললেও অনেক সময় দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যাওয়ায় জন্যে হাসিবুল হোঁচট খায়। তবে সে এই হোঁচটকে নিজের সারা জীবনের জন্যে দায়ী করেছে। সে তার হৃদয়ের চোখ দিয়ে স্ত্রী কে কাজ করতে দেখে অঝোরে ঝরে পড়ছে অশ্রুধারা। তবে পরিবারে সন্তানদের চোখে চিকচিক করছে অশ্রুমিশ্রিত জলে। আশায় দিন গুনছে হয়ত তাদের পরিবার আবার উঠে দাঁড়াবে। আবার খেলে বেড়াবে তাদের সেই হারিয়ে যাওয়া ছোটবেলা।

বোর্ড গঠন স্থগিত

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিরাপত্তার কারণে গত ২২ সেপ্টেম্বর মহম্মদবাজার ব্লকের অন্তগর্ত রামপুর গ্রামপঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন স্থগিত রাখলো প্রশাসন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে রামপুর গ্রামপঞ্চায়েতের মোট ছয়টি আসনের মধ্যে তৃণমূল তিনটি এবং বিজেপি তিনটে আসনে জয়লাভ করেছিলো।

Tender Notice

Sealed tenders are invited from bonafide Suppliers/Cooperative Societies/Agencies for supplying Dietary items and other Miscellaneous items for 'APANJAN' the Home for Old & Infirm Political Sufferers & Shantineer, South Garia, South 24 Parganas for one year.

Tender Forms along with Terms & Condition for the said tender will be available from the office of the Superintendent, Home for Old & Infirm Political Sufferers, South Garia from 26.10.18 to 19.11.18 from 12–00 hours to 3 pm on all the working days.

Last date of submission of the Tender is 20th November 2018 up to 12 noon at the office of the Superintendent, Home for Old & Infirm Political Sufferers and the Tender will be opened at the office of the SDO, Baruipur on 20th November 2018 at 2 p.m.

Yours faithfully
Sd/–
Superintendent
Home for the Old and Infirm Political Sufferers
South Garia, South 24 Parganas

মহানগরে

‘হট মিক্সচারে’র রাস্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থার অধীন ‘ব্ল্যাক টপ’ রাস্তাগুলির, যেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ কলকাতা পুরসংস্থা কর্তৃক করা হয়, এমন বড়ো রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য কমবেশি ১,৮০০ কিলোমিটার আর অলিগলি, লেন, বাইলেন অর্থাৎ পাড়ার অভ্যন্তরের রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য ৫,৪০০ কিলোমিটার। আর এই রাস্তাগুলি রক্ষণাবেক্ষণে ২০১৭–২০১৮ অর্থবর্ষে পামার বাজার ও গড়াগাছা শহরের এই দুই হট মিক্সট প্ল্যান্টে মোট ‘হট মিক্সচার’ উৎপাদন করতে হয়েছে ২,১৪,৪২৯.৬৬ মেট্রিক টন। যা দিয়ে গত সারা বছর ধরে কলকাতার সমস্ত রাস্তায় রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রসঙ্গত, কলকাতা শহরের প্রাচীনতম রাস্তাটি হল চিৎপুর রোড।

পুর অস্থায়ীকর্মীদের বেতন

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পুরসংস্থার অধীনে স্থায়ী কর্মীরা যেভাবে প্রতিমাসে নিয়মানুযায়ী বেতন পান,একই রকম ভাবে ১০০ দিনের কর্মী সহ ক্যাজুয়াল এবং এজেন্সির দ্বারা ‘কন্ট্র্যাক্ট চুয়াল’ অর্থাৎ চুক্তিভিত্তিক কর্মীরাও যাতে প্রতিমাসে নিয়মানুযায়ী বেতন পায়, সে বিষয়ে পুর কর্তৃপক্ষের কোনও ভাবনাচিন্তা আছে কী? ৯২ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিআই পুরপ্রতিনিধি মধুছন্দা দেবের এক প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন, স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মচারীদের বেতন সঠিক সময়ে দেওয়ার বিষয়ে কলকাতা পুরসংস্থা সবসময় সতর্ক থাকে। যত্নশীল থাকে। কিন্তু ১০০ দিনের কর্মী বলতে ‘আর্বান এমপ্লয়মেন্ট স্কিমে’র কর্মীদের আপনারা প্রতিনিয়ত গত তিন বছর ধরে তৈরি করে নিয়ে আসছেন। স্বাভাবিক ভাবে সেগুলি তৈরি করলেই তাদের ‘সাম্মানিক বেতন’ যাতে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পৌঁছে যায়, তার ব্যবস্থা সতর্কতার সঙ্গে করবার জন্য আমাদের উপযুক্ত জায়গায় নির্দেশ দেওয়া আছে ইতিমধ্যেই।

ম্যালেরিয়া–ডেঙ্গুতে কম্পিত চেতলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : চেতলায় ম্যালেরিয়া–ডেঙ্গুর প্রভাব বাড়ছে। ঘরে ঘরে জ্বর রক্ত পরীক্ষা করালেই মিলছে ম্যালেরিয়ার বা ডেঙ্গুর ভাইরাস। ৮২ এবং ৭৪ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ছে মশার দাপট। আলিপুর রোডের কাছে এক লেডিস হস্টেলের প্রায় সবারই রক্তে ডেঙ্গুর নমুনা পাওয়া গিয়েছে। ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়ে হসপিটালেও ভর্তি অনেকে।

কয়েকদিন আগেও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে উঠে এসেছিল আলিপুর জেলের উল্টোদিকে জেল কোয়ার্টারের মধ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের কথা। যেখানে তারা ক্ষোভ উগরে দিয়েছিল পুরসভার দায়িত্ব নিয়েও। ময়লা জমে থাকা, ভ্যাট পুরসভা পরিষ্কার করে না বলেও তাদের দাবি ছিল। তাদেরকেই নিজ নিজ দায়িত্ব নিয়ে পরিষ্কার করতে হয়। এবিষয়ে স্থানীয় লোকজনদের কাছে জানা যায় ৯ মাসে ৬ মাসে আসে মশার ওষুধ দিতে। তবে পুরসভার প্রচারে অনেকটাই লাভবান হয়েছেন বলে স্থানীয়রা জানান। এখন আর তেমন বাড়িতে কেউ জল জমিয়ে রাখা বা জল জমে থাকলে তা ফেলে দেওয়া হয়। যাতে মশার লার্ভা না জন্মায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও নর্দমার জলে বা অন্যান্য জিনিষে ওষুধ দেওয়া প্রয়োজন। সেটাই এই এলাকায় দেখা যায় না। যদিও মাঝে মধ্যে দেখা যায় তাতেও স্থানীয়দের দাবি ওষুধের থেকে জল বেশি থাকে। রাস্তায় রাস্তায় ব্লিচিং ছড়ানো এখন আর হয় না।

বহু দিন ধরে পড়ে থাকা নির্মাণ সামগ্রী বা বাড়ির বর্জ্য জমে ছিল এক গলিতে বহুবার সত্ত্বেও তা কর্ণপাত করেনি জঞ্জাল দফতর তারপর স্থানীয় একজনের ম্যালেরিয়া হওয়ার পর তা পরিষ্কার হয় জানালেন সেই এলাকার এক বাসিন্দা। প্রশ্ন রোগে আক্রান্ত হলে তবেই কি টনক নড়বে। চেতলার এই পরিস্থিতি জানতে মেয়র পারিষদ স্বাস্থ্য অতীন ঘোষকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, সমস্ত রকম জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিদের স্থানীয় আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে আসার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আমাদের হেলথ সেন্টারে এমন কোনও খবর নেই। চেতলা হাট রোডে আছে। মণ্ডল টেম্পল রোডের ইউপিএইসি রয়েছে। উল্লেখ্য চেতলাতে সোয়াইন ফ্লু–তে আক্রান্ত হয়ে বহুদিন যুদ্ধ করার পর ৬ বছরের একটি মেয়ে মারা যায়। যদিও হাসপাতাল থেকে তার ডেথ সার্টিফিকেটে তেমন কোনও উল্লেখ নেই। মূলতঃ বলা যায় চেতলা কাঁপছে জ্বরে এবং ভয়ে।

গত ২২ সেপ্টেম্বর মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সে ভবিষ্যতে বিদ্যুতের পরিকাঠামো নিয়ে এক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্যে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে এখন ২৪×৭ ঘন্টাই বিদ্যুত পরিষেবা থাকে। গ্রাহক সংখ্যা গত ৭ বছরে প্রায় ১ কোটি বেড়েছে। গ্রামে গ্রামে মানুষ এখন বিদ্যুতের আলোয় পড়াশুনো করছে বা কাজ করছে। তিনি আরও বলেন, সরকারের ‘আলোশ্রী’ প্রকল্পে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার ছাদে সৌর আলোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ধীরে ধীরে সৌর আলোতেও যাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় এবং তা কাজে লাগানো যায় সেই নিয়েও নিরন্তর ভাবছে সরকার। এখন রাজ্য যা বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে তা বেশি হয়ে যাচ্ছে ও বাংলাদেশকে রফতানি করছে। কাজেই বলা যায় ভবিষ্যতে বিদ্যুতের যা চাহিদা পরিপূরণ করতে পারবে রাজ্য। এই অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন এমসিসিআই–য়ের প্রাক্তন সভাপতি হেমন্ত বাঙুর। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যুৎ দফতরের আমলা ড. এ এন বিশ্বাস।

জেলার খবর

বিজেপির বনধে পূর্ব বর্ধমানে মিশ্র প্রভাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়াঃ উত্তর দিনাজপুরে পুলিশের গুলিতে দুই ছাত্র মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে গত ২৬ সেপ্টেম্বর বিজেপির ডাকা বাংলা বনধে মিশ্র প্রভাব পড়ে পূর্ব বর্ধমান জেলায়। জেলার মোট চারটি মহকুমা এলাকায় সমস্ত সরকারি দপ্তর, স্কুল, কলেজ খোলা ছিল। উপস্থিতির হারও ছিল সন্তোষজনক। তবে, বিভিন্ন জায়গায় হাটবাজারে দোকানপাট বন্ধ ছিল। রাস্তায় অন্যান্যদিনের তুলনায় যানবাহন যথেষ্ট কম ছিল। কাটোয়ায় বিজেপির জেলা সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষের নেতৃত্বে দলীয় কর্মী সমর্থকরা রেল অবরোধ করলে পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে। কালনা মহকুমার একাধিক জায়গায় বনধ সমর্থকরা মিছিল করেন। সদর শহর বর্ধমান সহ মহকুমা শহর কাটোয়া, কালনায় বনধে মিশ্র সাড়া পড়েছিল। বিজেপি নেতা কৃষ্ণ ঘোষ বলেন, আমাদের জেলায় বনধকে মানুষ স্বতস্ফূর্তভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। এদিন বনধের সমর্থনে রাস্তায় নামলে জেলায় পুলিশ আমাদের ৪৯ জন দলীয় কর্মী সমর্থককে গ্রেপ্তার করেছে।

পথ অবরোধ করে বনধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরে দুই ছাত্রের মৃত্যুতে বিজেপির ডাকা ১২ঘন্টার বাংলা বনধ দু একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে পালন করলো বাসন্তী ১নং মণ্ডল বিজেপি। এদিন সকালে প্রায় দুঘন্টা ধরে চলে রাস্তা অবরোধ। বিজেপির ডাকা বাংলা বনধ এ বাসন্তী ব্লকের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ ছিল,কোনও যানবাহন চলাচল না করায় রাস্তাঘাট ছিল জনশূন্য। বাসন্তীর ১ নং মণ্ডল বিজেপির সভাপতি অভিজিত বর্মনের নেতৃত্বে প্রায় দুঘন্টা ধরে চলে পথ অবরোধ। বাসন্তী ১নং মন্ডল বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অরুণ সরদার বলেন, সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে এগিয়ে আসার জন্য আমাদের ডাকা ১২ঘন্টার বাংলা বনধ বাসন্তী ব্লকে সফল হয়েছে।

ক্যানিংয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে আহত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক যুব তৃণমূল কর্মীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। বুধবার রাতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং দীঘিরপাড় গ্রামপঞ্চায়েতের কুমারসা পাড়ায়। পাল্টা এক তৃণমূল কর্মীকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে যুব তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনায় উভয় পক্ষের দুজন আহত হয়েছে।

যুব তৃণমূল কর্মী সুবির শাসমলকে খুনের চক্রান্ত করতে এসেছিল তৃণমূল কর্মীরা ভুলবশত তাকে না পেয়ে তার এক ভাই রাকেশ শাসমলকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপায় বলে অভিযোগ। ঘটনায় অভিযুক্ত লক্ষণ বেরার অভিযোগ প্রতিদিন মদ খেয়ে বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করত কয়েকটি যুবক। তৃণমূল কর্মীরা তার প্রতিবাদ করে কয়েকদিন আগে। বুধবার রাতে বাড়ি থেকে লক্ষ্মণ বেরাকে ডেকে নিয়ে মারধর করে বলেযুব তৃণমূল কর্মীদের এমনটাই অভিযোগ। তাকে ছুরি দিয়ে মারতে গেলে তা ফসকে গিয়ে ওদের ছুরি ওদের পেটে লাগে বলে পাল্টা অভিযোগ লক্ষ্মণ বেরার। ক্যানিং থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয় এবং এই ঘটনায় উভয় পক্ষই অভিযোগ দায়ের করেছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শুরু গদাখালি ব্রিজের সংস্কার

পূর্ণাঙ্গ সংস্কারের দাবি মানুষের

আলিপুর বার্তার খবরের জের

কুনাল মালিক : মাঝেরহাট ব্রিজ বিপর্যয়ের পর গত ৮ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় আলিপুর বার্তা পত্রিকায় ‘আতঙ্ক বেড়েছে গদাখালি–বারাতলায়’ শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ–২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত বারাতলায় এই ‘শহিদ অনুরূপ সেতু’ ১৯৮০ সালে উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। যা গদাখালি পোল নামে খ্যাত। এলাকার মানুষদের আশঙ্কা দীর্ঘদিন ঠিক ভাবে সংস্কার না হওয়ায়, এবং প্রতিদিন ইঁট–কয়লার লরি ও টোটো, ম্যাজিক, অটো ও যাত্রী চলাচলের ফলে পোলের ভিত নড়বড়ে হয়েছে। পোলের নিচে পলেস্তারা উঠে গিয়ে রড বেরিয়ে পড়েছিল। বড় গাড়ি গেলে পোল কাঁপে। হুগলি নদী লাগোয়া খালের ওপর এই পোল নিয়ে এলাকার মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত।

লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর গত সপ্তাহে চোখে পড়ল পোলে বাঁশ বেঁধে, পোলের নিচে সংস্কার শুরু হয়েছে। এ ব্যাপারে সেচ দফতরের ক্যানেল ডিভিশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জগবন্ধু ব্যানার্জী বলেন, ওই পোলটা পিডব্লিউডি দফতরকে স্থানান্তর করা হচ্ছে। যেহেতু কিছুদিন আগে হুগলি নদী তীরবর্তী রায়পুর থেকে বুড়ুল পর্যন্ত রাস্তাও ওই দফতরকে স্থানান্তর করা হয়েছে। পি ডব্লিউডি দফতরই পোল সংস্কার করছে। যদিও এলাকার গ্রামবাসীদের দাবি, পোলের স্বাস্থ্য যথার্থভাবে পরীক্ষা করে, পোলের আমূল সংস্কার করুক দফতর। তা নাহলে বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকেই যাবে। আবার অনেকে বলছেন, গদাখালি পোল নতুন করে সোজাভাবে তৈরি করা হোক। কারণ বর্তমানে যেভাবে আছে, তাতে অনেকটা বেঁকে যেতে হয়, ফলে পথ দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে। এব্যাপারে বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সুব্রত ব্যানার্জী (বুচান) বলেন, এ ব্যাপারে আমি শীঘ্রই সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলব। আগামী দিনে গদাখালি পোল সংস্কারের ব্যাপারে দফতর নিশ্চয় উদ্যোগ নেবে।

নেতাজির মূর্তি ফেরানোর দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : আজ থেকে ৮০ বছর আগে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তি বসান হয়েছিল দক্ষিণেশ্বর স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের সামনে। কিন্তু স্কাইওয়াক–এর জন্য নেতাজির মূর্তিটি সরানো হয়। কাজ শেষ হওয়ার মুখে এলেও নেতাজির মূর্তিটি উক্ত জায়গায় বসানোর কোনও হেলদোল তো নেই, উল্টে শোনা যাচ্ছিল উক্ত জায়গায় রাণি রাসমণির মূর্তি বসানো হবে। যার ফলে প্রবল আপত্তি তোলে ফরোয়ার্ড ব্লক সহ স্থানীয় মানুষজনেরা। তাদের দাবি, ওই জায়গায় রাণি রাসমণির মূর্তি নয়। আগের মতোই ওই জায়গায় নেতাজির মূর্তি বসাতে হবে। আর উপযুক্ত জায়গা বের করে সেখানে রাণি রাসমণির মূর্তি বসানো হোক। আর এই দাবিকে সামনে রেখে একটি দাবি সনদও কামারহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল সাহাকে দেওয়া হয়েছে। আর সঙ্গে তুলে দেওয়া হয়েছে স্থানীয় জনসাধারণের সই করা কাগজপত্রও। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরটি বর্তমানে কামার হাটি পুরসভার অধীনে, তাই যা করবার কামারহাটি পুরসভাই করবে এমনটা ধরে নিয়েই জনগণের স্বাক্ষর করা দাবি সনদ তুলে দেওয়া হয় পুরসভার কাছে।

বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতি গঠন করল শাসক দল

সুভাষ চন্দ্র দাশ, বাসন্তী ঃ কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে টানটান উত্তেজনা মুহূর্তের মধ্যে বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতি গঠন করলো শাসকদল। উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন ধরে এই সমিতি গঠন নিয়েই তৃণমূলের অন্দরে চাপানউতোর শুরু হয়েছিল এবং এলাকায় ছিল ব্যপক উত্তেজনা। পঞ্চায়েত সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ৩৯ টি। এর মধ্যে শাসকদল তৃণমূল একক ভাবে ৩৫টি আসনে জয়লাভ করে,বিজেপি ৩টি এবং নির্দল একটি আসনে জয়লাভ করে। কে হবেন সভাপতি সেই নিয়ে দলের মধ্যে বেশ কয়েদিন ধরে উত্তেজনার পারদ চড়ে ছিল। বুধবার সকালে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে পঞ্চায়েত সমিতি বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া শুরু হলে ২৩ জন সদস্য শাসক দলের পক্ষে ভোট দিলে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন কামাল উদ্দিন লস্কর,সহ সভাপতি নির্বাচিত হন শিবানী বর। এদিন পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠনে একজন সদস্য অনুপস্থিত থাকায় ৩৮ জন সদস্য ভোটাভুটি উপস্থিত ছিলেন। নবনির্বাচিত সভাপতি বলেন এই জয় মা–মাটি–মানুষের জয়। আমরা সকল কে নিয়ে মিলেমিশে বাসন্তী ব্লকের উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে চাই।

ভিডিওগ্রাফারদের অভিনব আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাড়িতে ভিডিওগ্রাফি র সঙ্গে যুক্ত জেলা জুড়ে এমন কয়েক হাজার বেকার যুবকদের ডেপুটেশন জমা পড়ল জেলার মুখ্য প্রশাসনিক দফতরে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে ফটোগ্রাফির সঙ্গে যুক্ত এই যুবকদের দাবি দীর্ঘদিন ধরে বেশ কিছু নামি দামি অডিও কোম্পানি অযথা আইনি মারপ্যাঁচ দিয়ে তাদেরকে হেনস্থা করছে। শুধু তাই নয়, আইনি জটিলতায় কাজের ক্ষেত্রে আগামী দিনে কাজ হারিয়ে দিনযাপন কষ্টকর হয়ে পড়েছ এই যুবক যুবতীদের। দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের অনুষ্ঠানের নানা ধরনের মুহূর্ত ধরে রেখে মানুষের অনুভূতিকে খানিকটা স্বস্তি দিতেন এরা। আজ তাদের এই অসহায়তার প্রভাব পড়ছে সমাজের নানা স্তরের মানুষদের জীবনে। আজ হাজার দুয়েক চিত্রগ্রাহক শিল্পীরা বারাকপুরের চিড়িয়া মোড়ে রাস্তার উপর ক্যামেরা রেখে প্রতীকী প্রতিবাদ করেন। পরে এডিও অফিসে ডেপুটেশন জমা দেন তারা। এরপর বারাসতে অতিরিক্ত জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তাদের দাবি,যদি এই অচলাবস্থার সমাধান না হয়, তাহলে অডিও কোম্পানির অফিসের সামনে লাগাতার ধর্ণা ও আন্দোলন চলবে। আজ জেলার সমস্ত চিত্রগ্রাহক ও স্টুডিওর সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা অর্ধদিবস কাজ বন্ধও রেখে প্রতিবাদ জানায়।

বিদ্যুৎহীন বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুড়ে গিয়েছে বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মার। এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে বিদ্যুৎহীন অবস্থায় রয়েছে রাজগ্রাম পূর্ববাজার আল ইকড়া আকাডেমি স্কুল। ফলে সমস্যায় পড়েছে প্রায় চারশো পড়ুয়া এবং কুড়িজন শিক্ষক শিক্ষিকা। ভ্যাপসা গরমের কারণে একঘন্টা ক্লাস নিয়ে ছুটি দিয়ে দিতে হচ্ছে। বিদ্যুৎ দপ্তরকে জানিয়েও কোনো লাভ হয় নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

সবুজ জীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সবুজ বাংলার রুরাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জনহিতকর প্রকল্পের এবং সেই জায়গার উন্নতি কল্পে ও স্থানীয় মানুষজনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে চলেছে এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সবুজ বাংলা নামে তাদের এই প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে উচ্চ মানের চাষবাস, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, সৌর বিদ্যুৎকে কাজে লাগানো, বৃক্ষরোপণ, হিমঘর তৈরি করে প্রত্যন্ত এলাকায় খাদ্য সংরক্ষণ করা, মাছ চাষ এবং মাছ সংরক্ষণ করবার জন্য হিমঘর তৈরি। এছাড়াও রয়েছে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা, তাছাড়াও তারা যেসব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিচ্ছে তা হল রাস্তা তৈরি এবং ঠিক করা, প্রত্যন্ত এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ঠিক মতো পৌঁছচ্ছে কিনা সে বিষয়ে তারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছেন। মূলত প্রত্যন্ত এলাকার মানুষদের উন্নতির জন্য। ইতিমধ্যেই হাওড়া ধূলাগড়ে শুদ্ধ পানীয় জলের জন্য পানীয় জল প্রকল্পের উদ্বোধন করতে চলেছে ৩ অক্টোবর উদ্বোধনে থাকতে পারেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

বনধে দোকান বন্ধ না করায় পদ্মফুল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ বুধবার ১২ঘন্টা বাংলা বনধের দিন ব্যবসা বন্ধ না করায় ব্যবসায়ীদের হাতে পদ্মফুল দিয়ে গান্ধিগিরি দেখালেন বিজেপি কর্মীরা। যা কিনা বাংলার ইতিহাসে এই প্রথম। বুধবার সকালে ক্যানিং বাজারে বনধের সমর্থনে মিছিল করেন বিজেপি কর্মীরা। সেই সময় দেখা যায় বাজারের বেশ কিছু দোকানপাট খোলা রয়েছে। জোর করে ব্যবসায়ীদের দোকানপাট কিংবা ব্যবসা জোর করে বন্ধ না করে দিয়ে কোথাও করজোর করে আবার কোথাও বা পদ্মফুল ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিয়ে গান্ধিজির দেখানো অহিংসার পথে সেই সমস্ত ব্যবসায়ীদের দোকানপাট বা ব্যবসা বন্ধ রাখার অনুরোধ করলেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। বিজেপি কর্মীদের এই গান্ধিগিরির জেরে বেশ কিছু ব্যবসায়ী লজ্জায় তাদের দোকানপাট ও ব্যবসা বন্ধ করে দেন। বনধ ঘিরে যখন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় হিংসা, মারামারি চলছে ঠিক তখন অন্য পথে হাঁটলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং ১ মণ্ডল বিজেপি নেতৃত্ব। হিংসা, মারামারির পথ অবলম্বন না করে গান্ধিগিরির পথ নিয়েই বিজেপির ডাকা ১২ ঘণ্টা বাংলা বনধ এর সমর্থনে নিজেদের দোকানপাট ব্যবসা বন্ধ রাখার জন্য ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করলেন বিজেপি কর্মীরা। বিজেপি দলের প্রতীক তথা ভারতবর্ষের জাতীয় ফুল পদ্ম হাতে তুলে দিয়ে গান্ধিগিরি দেখালেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। বিজেপির এই অহিংস ব্যবহারে খুশি এলাকার ব্যবসায়ীরা।

তাঁদের দাবি, এলাকায় শান্তির পরিবেশ বজায় রেখে সাধারণ মানুষকে বনধ সমর্থনের জন্য বিজেপির এই আবেদন যথেষ্ট প্রশংসনীয়। ক্যানিং মণ্ডল বিজেপির এই অহিংস আবেদনের জেরে অনেকেই এদিনের জন্য তাঁদের ব্যবসা বা দোকানপাট বন্ধ রাখেন। এ বিষয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতা সঞ্জয় নায়েক বলেন, আমরা হিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। নির্বিচারে ছাত্রদের গুলি করে খুনের প্রতিবাদে আমাদের ১২ ঘণ্টা বাংলা বনধের কর্মসূচি আমরা সকাল থেকেই পালন করেছি। সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়াও পেয়েছি। যাঁরা বনধ উপেক্ষা করে পথে নেমেছেন, দোকান খুলেছেন তাদেরকে আমরা অনুরোধ করেছি বনধ পালন করার জন্য এবং সাধারণ মানুষজন আমাদের এই নৈতিকতার জন্য বনধকে সমর্থন করে এগিয়ে এসেছেন।

পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির ২৪ সেপ্টেম্বর বোর্ড গঠন হয়। সমিতির ৩০ জন সদস্য সদস্যার উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হন রীতা মিত্র এবং সহসভাপতি নির্বাচিত হন সুব্রত ব্যানার্জী (বুচান)। পরপর সভাপতি ও সহসভাপতিকে সহ অন্যান্য পঞ্চায়েত প্রধানদের প্রকাশ্য সমাবেসে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। রীতা মিত্র এবং সুব্রত ব্যানার্জী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় সমিতির এলাকায় উন্নয়ন এবং মানুষকে বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য।

মাঙ্গলিকী

নিবেদিতা স্মরণ

বাপীলাল দে : ভগিনী নিবেদিতার ১৫০ তম জন্মদিবস উপলক্ষে এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয় বালি নিশ্চিন্দার নবারুণ সাহিত্য গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে রবিবার বিকেল চারটের সময়। জন্মদিবস পালনের জন্যে সাংস্কৃতিক মঞ্চে হাজির হন রসিকভিটা সারদা মঠের প্রব্রাজিকা অশেষ প্রাণা মাতাজি সহ আর দুজন মাতাজি। অনুষ্ঠানের শুরুতে অশেষ প্রাণা মাতাজিকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বরণ করা হয় সংস্থার সদস্য সুব্রত চক্রবর্তীকে। সংস্থার প্রাণ পুরুষ স্বপন তালুকদার, তাঁর ভাষণে ভবিষ্যত পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। ভগিনী নিবেদিতার জীবনের আলোকপাত করেন অশেষ প্রাণা মাতাজি। শিল্পী মানবেন্দ্র চক্রবর্তীর অনবদ্য সঙ্গীত পরিবেশন এবং সঞ্জয় হালদারের তবলা বাদনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠানটিকে সুচারু রূপে পরিচালনা করেন শিক্ষক স্বর্ণেন্দু মৈত্র।

বার্ষিক মিলনোৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ২৩ শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় সিঁথি ঐক্য সংঘে ''জ্যোতির্ময়ের'' অষ্টম বার্ষিক মিলনোৎসব বিশিষ্ট সমাজসেবী, সুচিকিৎসক ও সঙ্গীত শিল্পী ডাক্তার সিদ্ধার্থ ব্যানার্জীর পৌরোহিত্যে ও সম্পাদক টুবলু দত্তের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান ও বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বামী মুক্তিকামানন্দ, শ্যামল দে বিশ্বাস, অভিজিৎ বসু, স্বপন পালিত, সুদীপ দাস, তাপস সরকার, উদয় বসু, চন্দন মুখার্জী, বীরু রায়, অমিতাভ রায়, তারক পাল, অভিষেক ঘটক, আশিস গাঙ্গুলি, প্রেমাশিস ঘোষ প্রমুখ। জাদুখেলা দেখিয়ে অসংখ্য দর্শকদের মোহিত করেন জাদুকর প্রিয়ম গুহ ও অরুণ ব্যানার্জী। দর্শকগণ দুই জাদুকরের কৃতিত্বের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন। কবিতা পাঠ করে মুগ্ধ করেন চিত্রিতা মুখার্জী ও শুভব্রত ব্যানার্জী।

সঙ্গীত পরিবেশন করে আনন্দ দেন সুমা দাস এবং শুভেন গুহ। অরগ্যান বাজান তপন গুহ। গিটার বাজান সৌমদীপ দত্ত। সহযোগিতা করেন গৌর মজুমদার। 'সংস্থার পক্ষ থেকে পঁচিশ জনকে থালা গেলাস, মেমেন্টো, তুলসী গাই ও ব্যাগ দেওয়া হয়।'

অনীকের ২১তম গঙ্গা যমুনা নাট্যোৎসব ২০১৮

কৃষ্ণচন্দ্র দে : বিখ্যাত নাট্য সংস্থা অনীকের একুশতম গঙ্গা যমুনা নাট্যোৎসব শুরু হল তপন থিয়েটারে বিগত ২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ নাট্য সেমিনার ও গুণীজন সম্বর্ধনার মধ্য দিয়ে।

প্রতি বছরই অনীক তার নাট্যোৎসবে বিশিষ্ট গুণীজনেরা সম্বর্ধনা দিয়ে আসছে। এবারের সম্মানিতদের মধ্যে ছিলেন অরুণ মুখোপাধ্যায়– অনীকের পক্ষে সম্মান প্রদান করলেন বিভাস চক্রবর্তী। সম্মানিত হলেন বিশিষ্ট শিল্পী চিত্রা সেন সম্মানিত করলেন সীমা মুখার্জী। সম্মানিত হলেন বাংলাদেশের নাট্য চর্চার প্রসারে অন্যতম সংগঠক জনাব গোলাম কুদ্দুস, সম্মানিত করলেন বাংলাদেশের অভিনেতা জনাব কেরামত মাওলা, সম্মানিত হলেন বিশিষ্ট অভেনিতা ও নির্দেশক চন্দন সেন সম্মানিত করলেন বিশিষ্ট থিয়েটার চলচ্চিত্র অভিনেতা পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনীকের এই গঙ্গা যমুনা নাট্যোৎসব বেশ কয়েক বছর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জেলা ছড়িয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, দেশ কালের বেড়া ভেঙে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। বাংলাদেশ শিল্প কলা অকাদেমির সহায়তায়। অনীকের গঙ্গা যমুনা নাট্যোৎসব বর্তমানে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ নাট্যোৎসব বলে বিবেচিত হয়েছে। দুই বাংলার শিল্পী সমন্বয়ে এই উৎসব প্রতিবছর উদযাপিত হয়ে আসছে। দুই বাংলার শিল্পী কলাকুশলীরা এই মহাযজ্ঞে শামিল হয়ে আসছে কয়েক বছর ধরে। পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের মাঝখানে কাঁটাতারের বেড়া থাকলেও তা কখনই বাঙালির সংস্কৃতিকে আলাদা বিভাজন করতে পারেনি।

দ্বিতীয় পর্বে অমলেশ চক্রবর্তী স্মারক বক্তৃতা ২০১৮। বিষয় 'থিয়েটারে রাজনীতি ও অনিশ্চয় বিকল্প'। বক্তা ডঃ মহঃ ইকবাল ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে পরে আসছি। আগে ৩রা সেপ্টেম্বর থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর অভিনীত নাটকগুলির সম্বন্ধে দুচার কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। অমলদার স্মৃতিচারণায় সকলেই যে সব কথা বললেন তা এককথায় বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। অমলেশ চক্রবর্তী প্রসঙ্গে বিভাস চক্রবর্তী বলেন– অমলেশের এই চলে যাওয়া শুধু আমাদের ক্ষতি নয় দুই বাংলার নাট্য জগতের বিরাট ক্ষতি।

অরুণ মুখার্জী বললেন– অমলেশ আমার খুব কাছের মানুষ। অনীককে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সব থেকে বড় কথা ও শুধু দক্ষ সংগঠকই নয় ওর লেখা নাটক এখন অনেক দলই অভিনয় করছে। একটা মানুষ বেঁচে থাকে তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে। এতো কাজ ও কি করে সামলাতো তা জানিনা।

সীমা মুখার্জি বললেন– কঠিন কাজটা সেনাপতির অভাবে দক্ষভাবে কাজ করে চলেছে অনীক। কি করে করছে এটা আমাকে অবাক করে দেয়।

চিত্রা সেন বলেন– খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। অমল অনীককে সেভাবে তৈরি করে দিয়েছে ওদের কোনও অসুবিধা হবে না। ও যে কি ধরনের সংগঠক তা ওকে যে না দেখেছে, না মিশেছে বুঝতে পারবে না। মহৎ হৃদয়। বড় অভাব বোধ করছি। জনাব গোলাম কুদ্দুস আবেগ ভরা কণ্ঠে বলেন– আমার দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল। অমলেশ দা বাংলার নাট্য জগতের জনপ্রিয় মানুষ। গঙ্গা যমুনা বাংলাদেশের সর্ব বৃহৎ নাট্য উৎসব। আমরা একই সংস্কৃতির উত্তরাধিকার। দুই বাংলার মেল বন্ধন চাই। বাঙালিত্বকে আমরা লালন করতে চানই। এই ছাপ শুধু উচ্চারণের নয় এই ছাপ আত্মীক ও আদর্শের।

পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ জোরের সাথেই বললেন– অমল আমার প্রিয় বন্ধু। আমি ওর মৃত্যু অস্বীকার করছি। ওর পার্থিব

শরীরটা হয়ত নেই, অমল আমাদের মাঝে বিচরণ করছে। আমি জানি যে যুদ্ধ ও করলো সে যুদ্ধে কেউ জেতে না। কিন্তু অনীক এর সকল কর্মীবৃন্দ এই উত্তাপ কার কাছ থেকে পাচ্ছে। চন্দন সেন বললো– এখানে অধিকাংশই আমার শিক্ষক। উনি আমার কাকু। ৩৮/৩৯ এর ছাত্র জীবনে অমলকাকুর যে সাহায্য পেয়েছি দায়িত্ব বাড়লো সৌমিত্র কাকুর কথা মনে পড়ছে। ১ম পর্যায়ে ৩/৯/২০১৮ থেকে ৮ সেপ্টেম্বর নাটক শুরু হল।

৩/৯/১৮ নাটক 'লংমার্চ' অল্টারনেটিভ লিভিং থিয়েটার– এর প্রযোজনায়। নির্দেশনায় শুভদীপ গুহ। ৪ সেপ্টেম্বর ৬টায় বজবজ অঙ্গন প্রযোজিত 'নষ্টনীড়' নির্দেশনায় অসীম ভট্টাচার্য। সন্ধ্যা ৭টায় 'ভানু সুন্দরীর পালা'। প্রযোজনা চাকদহ নাট্যজন। নির্দেশনায়–সায়িক সিদ্দিকী। ৫ই সেপ্টেম্বর ৬টায় 'এাদিদি' প্রযোজনা আমতা পরিচয় নির্দেশনায় শুভেন্দু ভাণ্ডারী। নাটক নীলা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঋতুপর্ণা বিশ্বাস। এটা ঋতুপর্ণা বিশ্বাসের একক অভিনয়। ঋতুপর্ণা নিজেকে প্রমাণ করেছে ও জাত শিল্পী। তবে ঋতুকে বলবো পাবলিকের সঙ্গে বা অভিনয়ের সময় দর্শকের সাথে ইন্টারঅ্যাকশন হয়ততো নাটকের জন্য দরকার। কিন্তু তার সীমা থাকা দরকার। অনেক সময় চরিত্র থেকে বেরিয়ে যেতে হয় সেটা অভিনয়ের পক্ষে দৃষ্টিকটু। ৭–৩০ মিনিট কার্টেন কল প্রযোজিত 'দুঃসাহসিক'। নির্দেশনায় শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়।

৬ সেপ্টেম্বর ৬ টা সরস্বতী নাট্যশালা প্রযোজিত জয়েশ ল নির্দেশিত নাটক 'প্রতিবিম্ব'। অসাধারণ অভিনয় করলো জয়িতা।

৭–৩০টায় দমদম চারুরঙ্গ প্রযোজিত মুক্তিনাথ চট্টোপাধ্যায় নির্দেশিত নাটক 'যারা আগুনে পোড়ে'।

৭ই সেপ্টেম্বর ৬টা বর্ধমান কুশীলব প্রযোজিত ও প্রিয়তোষ রায় নির্দেশিত নাটক 'পরাশর'।

৭–৩০ মিনি থিয়েটার প্রসেনিয়াম প্রযোজিত ও অম্বর চম্পাটি নির্দেশিত নাটক জিরো আওয়ার।

৮ সেপ্টেম্বর মোট তিনটি নাটক। দুপুর তিনটায় অভিনীত হয় মধ্যমগ্রাম নৃত্য বিতানএর নাটক 'বিয়ন্ত চিত্রাঙ্গদা', নির্দেশনা সঞ্চয়িতা বসু। ৬টায় গোবরডাঙা রূপান্তর এর 'চোর' নির্দেশনায় শ্যামল দত্ত। সন্ধ্যা ৭–৩০ অঙ্গন বেলঘরিয়া–র 'ফিরে পাওয়া'– নির্দেশ অভিষেন গুপ্ত।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পর্যালোচনা করলে বেশ বোঝা যায় নাট্য নির্বাচনে অনীক গোষ্ঠী বেশ মুন্সিয়ানা দেখিয়েছে। প্রতিটি নাটকই বিষয় বৈচিত্রে এবং আঙ্গিকে একেবারেই আলাদা ধরনের। এর মধ্যে লং মার্চ, নষ্টনীড়, বেশ বার্তা বাহক। ভানুসুন্দরীর পালা লোকনাট্যের আঙ্গিকে অনবদ্য উপস্থাপনা।

এলাদিদি নাট্যাভিনয়ের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ অভিনীত নাটক। অঙ্গন বেলঘরিয়া প্রযোজিত ফিরে পাওয়া দর্শকের মন ছুঁতে পেরেছে। নাট্যকার বেবি সেনগুপ্ত একটি মর্মস্পর্শী নাটক উপহার দিয়েছেন।

প্রতিবিম্ব নাটকটি একটি বিশেষ সামাজিক বার্তা বহন করেছে। জয়িতা ও ব্রতীন বেশ জোরালো অভিনয় করেছেন। উপসংহারে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি কথা না বলে পারছি না। থিয়েটারে রাজনীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন– রাজনীতির বাইরে থিয়েটার কখনও হয় না বিশ্ব নাটকের ইতিহাসে। অভিনেতা ও দর্শক সম্পর্ক নির্মাণ হচ্ছে যে ভাবের আদান প্রদান হচ্ছে সে সব নাট্য কলার নাট্যচর্চার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রাজনীতি থেকে থিয়েটারকে সরানো কখনও সম্ভব নয়। আমি এ বিধান মানতে পারি না থিয়েটার রাজনীতির বৈষম্য থাকবে।

যতদিন ক্ষমতার আস্ফালন থাকবে, যতদিন শোষণ নামক থাবা থাকবে ততদিন থিয়েটারে রাজনীতি থাকবে। মানব সভ্যতা যতদিন থাকবে ততদিন উত্থানের মধ্যে মানব সভ্যতার উপরে যে আগ্রাসন এসে পড়ে তার বিরোধিতার জন্য একটা প্লাটফর্ম থাকবেই।

বাংলার ও বাঙালির বিদ্রোহী ঐতিহ্যকে ছুঁতে চাইবো মেল–বন্ধনের মহামিলনে।

এই প্রসঙ্গে কিছু ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে যেভাবের আদান প্রদান করেছি শমীক বাবুর কথায় তা একেবারে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল।

'ত্রিকাল' পত্রিকার শারদ সংখ্যার উজ্জ্বল প্রকাশ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৮ই সেপ্টেম্বর পি–৭৮ লেক রোডে যথারীতি বসেছিল 'ত্রিকাল' সাহিত্য পত্রিকার মাসিক সাহিত্য সংস্কৃতির আসর। এদিনই আসরে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হল 'ত্রিকাল'–এর শারদ সংখ্যা। প্রকাশ করলেন উপদেষ্টা ডাঃ প্রণব কুমার দত্ত, সম্পাদক বিশ্বেশ্বর রায়, সহকারী সম্পাদক সুব্রতকুমার হাইত, অনির্বাণ সেনগুপ্ত প্রমুখ। মুহূর্তটিকে উজ্জ্বল করলেন সঞ্চালক তথা সুখ্যাত বাচিক শিল্পী পীযূষ কান্তি সেনগুপ্ত সুনির্বাচিত বিশ্বকবির একটি কবিতার মন্দ্রিত আবৃত্তিতে... পত্রিকার বিষয়ে বক্তব্য রাখলেন ডাঃ প্রণব কুমার দত্ত, সম্পাদক বিশ্বেশ্বর রায়। বিশিষ্ট গ্রন্থ প্রকাশক মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় আমন্ত্রিত হিসাবে 'ত্রিকাল'–এর ঔজ্জ্বল্যের কথা বললেন। পত্রিকার লেখক/গ্রাহকদের কাছে আবেদন রাখলেন কয়েকটি করে শারদ সংখ্যার কপি কিনতে, বিভিন্ন জনকে উপহার দিতে এক বিশেষ

উল্লেখযোগ্য আবেদন। আরও ঘোষণা করলেন, ত্রিকাল পত্রিকায় সারা বছর যে সব লেখা প্রকাশিত হবে তার মধ্যে সেরা লেখাটিকে তাঁর প্রকাশনার তরফে পুরস্কার সম্মান দেওয়া হবে– বলা বাহুল্য তাঁর এই ঘোষণা সকলের উষ্ণ করতালিতে গৃহীত হল...

এদিনও আসরে বহু কবি, লেখক তাঁদের লেখা পাঠ করলেন। শোনা গেল কিছু আবৃত্তি কিছু কথন। গানে গানে সঙ্গীত শিল্পীরা আসরকে আরও উজ্জ্বল করলেন– এদিন 'ত্রিকাল'–এর সাহিত্য সংস্কৃতির আসর প্রথম থেকে শেষ অবধি অতি উঁচুতানে বাধা রইলো, কখনও বেসুরো হয়নি।

আকাশবাণীর প্রাক্তন ঘোষিকা বড় মনের মানসী মৈত্রেয়ী চৌধুরী আসরের শেষে সকলকে উপহার দিলেন 'সুস্বাদু খাদ্যের প্যাকেট' আর কি চাই?

তবে এদিন সুনিশ্চিতভাবে সকলে ঘরের পথে পা বাড়ালেন 'মন কেমন' করা ভাব নিয়ে– অক্টোবরে কোনও আসর হবে না উৎসবের মাস বলে– তবে এও বলা যায়, 'আবার আসিবো ফিরে'–র মতনই 'আবার দেখা হবে নভেম্বরে, দ্বিতীয় শনিবারে'...

যন্ত্রসঙ্গীতানুষ্ঠান

হীরালাল চন্দ্র : গত ১৯শে সেপ্টেম্বর (১৮) সন্ধ্যায় ''বিবেকানন্দ সোসাইটির'' (১৫১, বিবেকানন্দ রোড) মঞ্চে সম্পাদক প্রতাপ সাহার সুষ্ঠু পরিচালনায় বাচস্পতি, মিশ্র কাফি, দেশ ও ভৈরবী রাগে 'সরোদ' বাজিয় অসংখ্য শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সুবক্তা ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ শীল। শিল্পী সঙ্গে তবলা বাজিয়ে বিশেষ মুন্সিয়ানার পরিচয় দেন প্রতিভাবান বাদক সমীর চ্যাটার্জী। স্বামীজীর ১২৫ বছর শিকাগো 'ধর্মসভা সম্মেলনে' বক্তৃতা উপলক্ষ্যে শুভ পবিত্র অনুষ্ঠানটি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে 'রামকৃষ্ণ' স্তোত্র পাঠের মাধ্যমে উৎসব শুরু হয়।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিক মহোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৩শে আগস্ট (১৮) সন্ধ্যায় 'বিবেকানন্দ সোসাইটির' উদ্যোগে স্বামী গিরিশানন্দের পৌরোহিত্যে, সম্পাদক প্রতাপ সাহার সুষ্ঠু সঞ্চালনায় ও ডঃ কমল নন্দীর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে ''১১৭ তম বর্ষ'' প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। প্রথমে ষোড়শপ্রচারে পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ও অজয় পালের আরত্রিক ভজন পরিবেশিত হয়। সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা 'ভগিনী নিবেদিতা'র পূর্ণাবয়ব মূর্তি উন্মোচন করেন মন্ত্রী সাধন পাণ্ডে। বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার মহান জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, দিব্যানন্দ, বোধোসরানন্দ, মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, ডাঃ হরিদাস পাল, বিধায়িকা স্মিতা বক্সী, রাজ কিশোর গুপ্ত, জয়ন্ত ঘোষ, সুবীর সাহা, অমল ব্যানার্জী ও অরবিন্দ চক্রবর্তী। (বিষয় 'ঠাকুরের নরেন, নরেনের ঠাকুর') শেষে অসংখ্য ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শুভ পবিত্র উৎসব অগণিত শ্রোতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে রাণী রাসমণিকে নিয়ে অনুষ্ঠান

শ্রেয়সী ঘোষ : 'শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে'র (১৯ এ এবং বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০ ০০৬) অভেদানন্দ সভা মঞ্চে গত ১৯ সেপ্টেম্বর (২০১৮) বুধবার সন্ধ্যা ৭টায় যে আলোচনা সভা বসেছিল, তার বিষয় ছিল 'রাণী রাসমণি'। 'পুণ্য জীবন কথা' শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে রাসমণির পূর্ণাঙ্গ জীবনের বিখ্যাত ঘটনাগুলি উঠে এলো অনায়াসে। বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক, সাংবাদিক, বাগ্মী, চলচ্চিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তা এই মহিয়সীর জীবন তুলে ধরলেন। বক্তব্যের মাঝে মাঝে শিল্পী তাঁর সুললিত কণ্ঠে শোনালেন কয়েকটি গান। সে তালিকায় ছিল : মনরে কৃষি কাজ জানো না, সদানন্দময়ী কালী, ডুব দে রে মন, জাগো দুর্গা, আমার কালো মেয়ের, মাকে আমার দাওয়া এনে, ধন্য তুমি রাসমণি প্রভৃতি গান গুলি। শ্রোতাদের কথায় ও গানে মুগ্ধ করলেন সুকলম দাস। পার্কার্সনে সহযোগিতা করলেন অরুণ দত্ত। এক ঘন্টা ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করলেন শিল্পী। 'পুণ্য জীবন কথা' পরিবেশিত হয় প্রতি মাসের ২য় বুধবার অভেদানন্দ মঞ্চে, পরিবেশন করেন ড. শঙ্কর ঘোষ।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

মধ্যপ্রাচের নয়া ক্রিকেট আড্ডা দুবাইতে তুখোড় ফর্মে টিম রোহিত

অরিঞ্জয় মিত্র

মধ্যপ্রাচ্যের শারজা একটা সময় ভারত-পাক ক্রিকেটের আঁতুরঘর হয়ে উঠেছিল। শুধু ভারত-পাক বলে নয়, বিশ্বের তাবড় টিমের দুর্দান্ত খেলোয়াড়রা এই মরু শহরে পারফর্ম করে যেতেন। তবে শারজা মানেই পাকিস্তানের হাতে ভারতের বধ্যভূমি এমন একটা ধারনা জন্মে গিয়েছিল অচিরেই। জাভেদ মিঁয়াদাদ থেকে সেলিম মালিক, মইন খান, ইমরান খান- ওয়াসিম আক্রম থেকে ওয়াকার ইউনিস কিংবা আকিব জাভেদ কখন যে কে ব্যাট বা বল হাতে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে তা আন্দাজ করাই ছিল কঠিন। অথচ দিনের পর দিন এইসব তারকাদের একেকটা মারকাটারি পারফরমেন্সে পাকিস্তান জুজু হয়ে উঠেছিল ভারতীয় ক্রিকেটের কাছে। গাভাসকার থেকে বেঙ্গসারকার, শাস্ত্রী, কিরন মোরে মায় শচীন তেন্ডুলকর পর্যন্ত এই পাক ঝড়ের সামনে অসহায় প্রতিপন্ন হয়েছেন বারংবার।

সেই জমানা এখন অতীত। পাকিস্তান মানে এখন ভারতীয় ক্রিকেটারদের কাছে নিতান্তই দুদ্ধপোষ্য শিশু, যাদের ধরে ধরে হারায় টিম ইন্ডিয়া। যথারীতি তার ব্যতিক্রম ঘটল না মধ্যপ্রাচ্যের নয়া ক্রিকেট ঠিকানা দুবাইতেও। এশিয়া কাপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে পাকিস্তানকে হেলায় উড়িয়ে যে দিল টিম রোহিত তা শুধু নয়, যাকে বলে একেবারে ছেলেখেলা করে তারা হারাল পাক বাহিনীকে। ইংল্যান্ডের স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় সুইং বোলিংয়ের সামনে নাজেহাল ভারতীয় ক্রিকেট টিমের খোলনলচে পুরো পালটে গিয়েছে দুবাইতে এসে। বস্তুত, যে ইংল্যান্ডের পিচে আউটসুইংয়ের সামনে বারবার কেঁপে যাচ্ছিল শিখর ধাওয়ান, রোহিত শর্মাদের ব্যাট তারাই অনুকূল পিচ পেয়ে ফের স্বমূর্তি ধারন করেছে। পাকিস্তান বধে তাই ধাওয়ান-শর্মা জোড়া সেঞ্চুরিও দেখল তামাম ক্রিকেট ভক্ত তথা দেশবাসী। এই মুহূর্তে যে ফর্মে খেলছে টিম ইন্ডিয়া তাতে ফাইনালে যেই উঠুক না কেন, ভারতের সঙ্গে এঁটে ওঠা যে সহজ নয়, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে এখন থেকেই। ইংল্যান্ডের মাটিতে যে ব্যর্থতার সামনে পড়তে হয়েছিল বিরাট কোহলি ব্রিগেডকে সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে রোহিত শর্মার দলের এই পারফরমেন্স নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে সামনের বছরেই যেখানে ক্রিকেট বিশ্বকাপের মহাযুদ্ধ। তার আগে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে নিজেদের শক্তি যতটাই তুলে ধরা যাবে আর একের পর এক জয়ের সিরিজ যত এগোবে ততটাই মানসিকভাবে চাঙ্গা হবে টিম ইন্ডিয়া।

এই মুহূর্তে ভারতীয় দলের কাছে আরও একটি বড় পরীক্ষা হল নিজেদের প্রথম টিমের পাশাপাশি রিজার্ভ বেঞ্চের শক্তিকে পরখ করে নেওয়া। প্রসঙ্গত, স্পিন অ্যাটাক যা বরাবর ভারতের ক্ষেত্রে তুরুপের তাস বলে বিবেচিত হয়, সেই স্পিন বিভাগে কুলদীপ যাদব, যজবেন্দ্র চহ্বালের পাশাপাশি রবীন্দ্র জাদেজা ও রবিচন্দ্রন অশ্বিন হচ্ছে ভারতের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাজি। এছাড়া ইংরেজদের কাছে টেস্ট সিরিজ যতই ১-৪ হারতে হোক না কেন, ভারতীয় পেসারদের প্রদর্শন যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য বলেই মনে করছেন তামাম ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের বক্তব্য, মহম্মদ সামি আহমেদ, ইশান্ত শর্মা, যশপ্রীত বুমরাদের সঙ্গে যখন ভুবনেশ্বর কুমারের মতো বড় মাপের সুইং বোলার শামিল হবে তখন সেই টিমের আক্রমণের চেহারাই পালটে যাবে। বিশেষ করে ইংল্যান্ডের মতো সুইং নির্ভর উইকেটে কামাল করে দিতে পারেন ভুবি। তাছাড়া ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতীয় টিম যেভাবে বেশ কয়েকটা টেস্ট খুব অল্প ব্যবধানে হেরেছে তাতে এই ফল উলটোও হতে পারত যদি কোহলিকে ঠিকমতো সঙ্গ দিতে পারতেন অন্য তারকারা। এর পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতেও যে সিরিজে ভারতকে পরাজিত হতে হয়েছে সেখানেও প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার লড়াই ছিল উল্লেখ করার মতোই। ফলে বিশ্বকাপের আগে এই ভারতীয় দলকে নিয়ে স্বপ্ন দেখাই যেতে পারে। যে স্বপ্নকে উসকে দিয়ে গেল এশিয়ার কাপের সাম্প্রতিক এই পারফরমেন্স।

কাটোয়ার ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হল

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: ২২ সেপ্টেম্বর বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ১৬ বছর পর কাটোয়ার ঐতিহ্যবাহী ফুটবল প্রতিযোগিতা ফের শুরু হল। হরিশ্চন্দ্র মেমোরিয়াল উইনার্স শিল্ড অ্যান্ড ইষ্টপদ দে রানার্স আপ কাপ নকআউট এই ফুটবল প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনায় ফুটছেন কাটোয়ার ক্রীড়ামোদীরা। শহরের গোবিন্দবাগান ময়দানে কাটোয়া পুরসভা আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, কাটোয়া মহকুমাশাসক সৌমেন পাল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) রাজনারাণ মুখোপাধ্যায়, কাটোয়ার বিধায়ক তথা পুরচেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এদিন স্কাউটস ও গাইডস গ্রুপের বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজের মধ্য দিয়ে ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয়। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ ফুটবলে শট দিয়ে ও পায়রা উড়িয়ে প্রতিযোগিতার সূচনা করেন। আয়োজক সংস্থার পক্ষে পুরসভার কাউন্সিলর সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় বলেন, ২০০২ সাল থেকে নানা কারণে কাটোয়ার ঐতিহ্যবাহী এই ফুটবল প্রতিযোগিতা বন্ধ ছিল। ১৬ বছর পর ফের প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ায় কাটোয়ার ক্রীড়ামোদী মানুষজন খুবই খুশি।

আমাদের এই ফুটবল প্রতিযোগিতায় কলকাতা লিগে অংশগ্রহণকারী আটটি দল নথিভুক্ত হয়েছে। যথা টালিগঞ্জ অগ্রগামী, পাঠচক্র, রেনবো অ্যাথলিটিক, এফ সি আই, ক্যালকাটা কাস্টমস, রেলওয়ে এফ সি, এরিয়ান, সার্দান সমিতি। উদ্বোধনী খেলায় রেলওয়ে এফ সি ১-০ গোলে সার্দান সমিতিকে পরাজিত করে। একমাত্র গোলটি করেন মনিরুল ইসলাম। এদিন ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন বিজয়ী দলের রাণা চক্রবর্তী। চূড়ান্ত পর্বের খেলা অনুষ্ঠিত হবে ৭ অক্টোবর।

কলকাতা লিগে রানার্স পিয়ারলেস, সর্বোচ্চ গোলদাতা ক্রোমা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা লিগে রানার্স হল পিয়ারলেস। এরিয়ান কে ১-০ গোলে হারিয়ে পঁচিশ পয়েন্ট পেয়ে রানার্সের তকমা পেয়ে গেল পিয়ারলেস। মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন হলেও তথাকথিত অন্য বড় দলগুলিকে পেছনে ফেলে কলকাতা লিগে রানার্স হয়ে পিয়ারলেস দলের খেলোয়াড় থেকে কর্মকর্তা প্রত্যেকেই সাফল্যের পেছনে দলগত বোঝাপড়া কেই কারণ হিসেবে তুলে ধরলেন। এর মধ্যেও যা উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকল তা হল ক্রোমার সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়া। দীপান্দা ডিকা কে পেছনে ফেলে এগারো গোল দিয়ে তিনিই হায়েস্ট স্কোরার। মঙ্গলবার বারাসত স্টেডিয়ামে ৫৭ মিনিটে অনিল কিস্কু হয়ে অ্যান্টনি উলফের থেকে বল পেয়ে গোল করে যান ক্রোমা। ম্যাচের সেরা হীরা মণ্ডল। জিতলেও মাঝপথে দলের কোচের দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়া বিশ্বজিত ভট্টাচার্যর অবদান যে অনস্বীকার্য, তা সকলেই জানিয়েছেন।

শটোকান ক্যারাটে প্রতিযোগিতা

রিম্পি ঘোষ: সারা ভারত জাপান শটোকান ক্যারাটে ডো কানিনজুকো ওপেন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয় অন্ধ্রপ্রদেশের ভাইজ্যাগে স্বর্ণভারতী স্টেডিয়ামে। পঞ্চম বর্ষে পদার্পিত এই প্রতিযোগিতায় জাপান শটোকান ক্যারাটে ডো কানিনজুকো অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় চিফ প্রেমজিৎ সিং সিহান উপস্থিত ছিলেন। সংশ্লিষ্ট সস্থার (পঃবঃ) চিফ তারকনাথ সর্দার তত্ত্বাবধানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে অংশগ্রহণকারী ছেলে মেয়েরা প্রায় ১৩টি সোনা, প্রায় ১৬টি রূপো ও প্রায় ২০টি ব্রোঞ্জ মিলিয়ে মোট প্রায় ৪৯টি পদক জয় করেন। তিনদিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় ২৩০০ জন ছেলে-মেয়ে অংশগ্রহণ করেন।

কল্যাণী স্টেডিয়ামে প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্রীড়া সাংবাদিক তথা সাহিত্যিক পার্থ আচার্য পেশাগত ভাবেও ক্রীড়াজগতের সঙ্গেই যুক্ত। আর তার পিআর সলিউশন সম্প্রতি কেরালার বন্যাত্রাণে যেভাবে অগ্রণী হল, তার জন্য সত্যি বলতে কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। গত ২২ সেপ্টেম্বর পার্থ আচার্য ও তার সংস্থার উদ্যোগে যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছিল তা রীতিমতো চাঁদের হাটে পরিণত হয়েছিল। পায়ে একাধিক সেলাই নিয়েও কল্যাণী স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই ম্যাচে হাজির হয়েছিলেন ভারতীয় ফুটবলের সর্বকালের অন্যতম সেরা তারকা আইএম বিজয়ন। এছাড়াও রমন বিজয়ন, এম সুরেশ, জো পল আনচেরিদের মতো অনেক প্রাক্তন তারকা অংশ নেন এই মহতি উদ্যোগে।

প্রাক্তন তারকা অলোক মুখোপাধ্যায়ের অলস্টার ব্লু ও অমিত ভদ্রের অলস্টার রেড নামক দুটি দল পরস্পরের মুখোমুখি হয় এই ম্যাচে। কিন্তু ফুটবল ম্যাচের হার-জিতকে ছাপিয়ে যায় মানবিকতার এই উৎসব। প্রখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনার অগ্নিমিত্রা পলের ডিজাইন করা ঝলমলে জার্সির রঙকেও ম্লান করে দিয়েছিল আর্ত মানুষের সাহায্যার্থে আয়োজিত এই ফুটবল ম্যাচের রঙ। সবথেকে বড় কথা গত ১৯ সেপ্টেম্বর কলকাতায় আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করা হয়েছিল কেরালার বন্যাত্রাণে ৫ লাখ ও আইএফএফ কর্মী ক্যান্সার আক্রান্ত বাবলু দে'র চিকিৎসা বাবদ দেওয়া হবে আরও ১ লাখ টাকা। শেষ পর্যন্ত এর দ্বিগুণের বেশি অর্থ তুলতে সমর্থ হল টিম পার্থ আচার্য। কল্যাণী পুরসভার দেওয়া ৫ লাখ টাকা ও খ্যাতনামা ক্রীড়া সাংবাদিক অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়ের সংস্থার দেওয়া ৫০ হাজার টাকা চেক এই সাহায্যকে এক লাফে দ্বিগুণ করে দিল। যদিও কেরালার বন্যাত্রাণ পীড়িত মানুষ ও ক্যান্সার আক্রান্ত ক্রীড়া কর্মীর জন্য এই প্রীতি ম্যাচের আকর্ষণ হার মানিয়ে ছিল যে কোনও বিশ্বমানের মেগা ম্যাচকে। অতীত দিনের দিকপালদের এই প্রীতি ম্যাচ দেখতে ও এই মহান উদ্যোগকে সফল করে তুলতে কল্যাণী স্টেডিয়াম ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। বাংলায় এই ম্যাচ খেলতে পেরে ও তাঁদের প্রতি রাজ্যের ফুটবলপ্রেমীর এতদিন পরেও এই ভালোবাসা দেখে আবেগ বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন আই এম বিজয়ন ও অন্যান্য তারকারা।

প্রসঙ্গত, এই ম্যাচ থেকে যে অর্থ সংগ্রহিত হয় তা তুলে দেওয়া হয় ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম আইকন তথা প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বিজয়নের হাতেই।

প্রচ্ছদ : আনন্দ চিত্রকর

শারদীয় আলিপুর বার্তা

ভূপেন হাজারিকার উদাত্ত কণ্ঠ কেমনভাবে আমাদের ভুবন মাতিয়ে দিল, কিভাবে প্রভাবতী দেবী হয়ে উঠলেন আঙুরবালা। দুই কিংবদন্তী শিল্পীর সঙ্গীত জীবনের নানা কথা উপহার দিয়েছিলেন আমাদের প্রয়াত প্রতিনিধি সনৎ কুমার পাল। এই দুটি অমূল্য সাক্ষাৎকার আমাদের আর্কাইভ থেকে তুলে দেওয়া হল এবারের শারদীয়ায়।

গল্প লিখছেন

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ● সিদ্ধার্থ সিংহ ● ড. শচীন্দ্রনাথ বড়পণ্ডা ● সুকুমার মণ্ডল ● প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায় ● জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় ● অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ● অরিন্দম আচার্য ● নির্মল গোস্বামী ও আরও অনেকে।

কবিতা লিখছেন

রত্নেশ্বর হাজরা ● ড. পি সি সরকার জুনিয়র ● দীপ মুখোপাধ্যায় ● শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ● জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় ● মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল ● তপনদেব চট্টোপাধ্যায় ● ডাঃ নীলাদ্রি বিশ্বাস ● কল্যাণ রায়চৌধুরী ● সঞ্জয় চক্রবর্তী ● উদয় চক্রবর্তী ও আরও অনেকে।

প্রবন্ধ লিখছেন

ড. দীপক বড়পণ্ডা ● শ্যামল সেন ● সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ● জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় ● স্বামী আত্মবোধানন্দ ● ড. শঙ্কর ঘোষ ● ডাঃ সুবোধ চৌধুরি ● কৃষ্ণচন্দ্র দে ● ড. জয়ন্ত চৌধুরী ● জয়ন্ত চ্যাটার্জী ও আরও অনেকে।

● উপন্যাস লিখছেন অশোকেশ মিত্র

● এভারেস্টসহ দেশের বিভিন্ন পর্বতচূড়া আহরন করে তার রোমহর্ষক কাহিনী লিখছেন অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত দেবাশিস বিশ্বাস।

● 'হঠাৎ করে প্রেমেন্দ্র মিত্র আমার হাতে দুটো ট্রামের টিকিটের পিছনে লেখা হাতে ধরিয়ে দিল'। এইসব মজাদার নিয়েই অকপটে স্বর্ণযুগের নায়িকা সবিতা বসু।

প্রকাশিত হচ্ছে শীঘ্রই

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9062201905 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com